

অমৃত বাজারপত্রিকা

প্রথম বাধিক ৮৭, ডাক মাসুল ১১০, সাপ্তাহিক ৪৫, ডাকমাসুল ৫০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাসুল ১০০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০১০, ডাক মাসুল ১১০ টাকা ও ১০। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পৃষ্ঠিক, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ১০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৫০ আনা। ইংরেজী প্রতি পৃষ্ঠিক ১০ আনা।

কলিকাতাঃ— ২৭এ মাঘ—বৃহস্পতিবার, মন ১২৮৩ মাল। ইং ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭

অমৃত ।

—০০০—

পারম কারুণিক এক সন্ন্যাসী
ত প্রাপ্ত মহৌষধ।

কতক গুলি দেশী ও কতক গুলি
যদি সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া
বহুবিধ রোগ নশিক শক্তি ধারণ
ত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া
কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি
তা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-
মৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার
কে সর্বাংশ বিদিত থাকিলে ব্যাধি-
দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা
রিতে হইত না, এবং অকালে কা-
হইত না।

অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা
কানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসাধ্য
হইতে দেখা গিয়াছে। এমন কি ক্ষয়,
বহুবিধ শীংপীড়া, হৃদয়, শ্বাসকাশ,
পত ও অস্থ-শূল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ,
উপদংশ, পারদ ঘটত দোষ, যুক্রকৃষ্ণ,
বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গৃ-
প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা
স্রীলোকদিগের কতক গুলি বিশেষ
ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিকারক।
ক্ষ), ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন
বিধেয়। মহাপুরুষের এমনও
ঔষধ সেবন করিলে
পরন্তু এমত নি-
এবং পর-

টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।
বিবিধ দুঃস্থ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া
আমরা চমৎকার হইয়াছি। শূল, পুরাতন ও নুতন
হাপানি কাশী, জ্বর, বক্ষা, গ্রহণী এবং স্রীলোকের
মুচ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপকারিতা দৃষ্ট করা
গিয়াছে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় মহাশয়

জমিদার ও অনারেরা মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা

জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অর্কাচ শরীর
ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া
গা, হাত ও পা, কামড়ানি, ইত্যাদি নানাবিধ পীড়া
অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস
সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতি-
বাসী শ্রীযুত প্রাণকর হালদার জ্বর, বহি, অর্শ ও
অর্জীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, অর্জীর্ণ
এরূপ হইত আহারের পনের দিন পরে
ঐ অল্প স্বল্প ভোগেই নগত হইত, আপনার অমৃত রস
সেবন করিয়া আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।

তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস
সম্ভবিত্যাহারে আনা হইয়াছিল, বিগত বৈশাখ
র মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট বাসী
ছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায়
না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয়
দ মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার

মোঃ বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া
আমার পরিবারকে সেবন করণতে অনেক পরিমাণে
রোগের উপশম হইতেছে। শারীরিক দৌর্ভ-
লতা পূর্নাপেকা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে
উনরের বেদনা যে একেবারে আরাম হইয়াছে তাহা
বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি,
তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ
সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব।
কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

মোঃ মাতাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে
অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে
নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ
উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়

থাকিলাম, এ
গ্রামে এবং
হয়, তজ্জ

মদে
ত

শ্রীচৌধুরী প্রতাপনারায়ণ

মোঃ ডাশবিহা, জে

আপনার জগৎ বিখ্যাত মদে
গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা
পারে। সর্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার রূপ
অত্রাঙ্কলের অনেক ব্যক্তি করাল কাল রোগের
হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চা
শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সন্ধি
গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের
প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে
দেখিরা বিশেষ গণ্য হইতেছি। অমৃত রস
স্বার্থকতা করিতেছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র।

ডেপুটী পোর্টমাস্টার, মোঃ বাসডিহা

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত
আনাইয়া সেবন করায় আমার যে গুল বেদনা
তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।

মোঃ জতনপুখারী জেলা, জলপাইগুড়ি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগ্নদর রোগে
সেবন করান হয় তাহাতে ক্রত আরোগ্য হইয়াছে
দাগ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেটা।

মোঃ ফাঁসি দেওয়া, জেলা দারুলিল্লাহ।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রো
পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগে
ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। এক জন
বাহাদুর বাঁচবার কোন ভাঙ্গা ছিল না, এই
সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।
কালীঘাট।

মহাশয়ে মর্হোষধী অত্র স্থানে যিনি সেম
সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য

আপনার অমৃত রস মর্হোবধীর চমৎকার গুণ ।
অত্র কাঁথিতে বাহারি সেবন করিয়াছেন, তাহার
সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ।

শ্রীমহেন্দ্র বারামণ্ডল গাংহিত ।
মোং কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর ।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের
শয় উপকার লাভ হইয়াছে । তাহার গুল ব্যথা
পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে ।

শ্রী প্রসন্ন কুমার দাস ।

মোং রত্নপুর জেলা মুরসিদাবাদ ।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে আমার নিকট হইতে

প্রেরিত নিয়মা-

নিত পূর্ণাপেক্ষা

ততঃ শরীরের

হাঁহুর ।

শ্রীমহাশয়ের অনি-

হা এবং

অপ্প

পায়

সুর

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

স ।

dicine for cholera was received here when the
disease had nearly disappeared from the Town.
It was however administered in two two cases
with successful result.

Signed B. Miller
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not
being a professional man I was afraid to try
your medicine at first, but I administered it in
2 cases given up by the doctors as hopeless.
Two of the patients recovered within six hours
by using only two pills each. The other a child
took one pill which stopped his purging, vom-
mitting, spasm and perspiration, and caused a
discharge of urine. but unfortunately at this stage
his parents gave him some other medicine. The
result was the disease relapsed, and the child
died.

Two more cases have been cured, by your
medicine.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan
to inform you that during the recent out-break
of cholera in this place, your pills were tried
in several cases, which occurred among the ser-
vants of His Highness, and were found to be
efficacious.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directed to say that your cholera pills
are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon
and the result will be communicated to you as
soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

হাঁহুর পরামর্শে পরিচিত হইলাম। কয়েক
ওষধি সেবন করিয়া কল পাওয়া হ

জেনুইন মোনে

মোং ডালিমপুর, স্টেট, ব

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমার মাজিস্ট্রেট মোং

জেলা

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমার মাজিস্ট্রেট মোং

জেলা

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমার মাজিস্ট্রেট মোং

জেলা

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমার মাজিস্ট্রেট মোং

জেলা

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

অত্যশ্চর্য উলাউঠার অমূল্য বটিকা ।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎ-
কার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প

সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হইয়াছে। অধিকাংশ লোক

৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি

পূর্বে সহর অস্থায় বার শত স্থানে আট

শত বার জন লোকের দাতব্য করিয়াছি,

তন্মধ্যে শত করা ২০ জন রোগী আরোগ্য

হইয়াছে। ইহা তালিকা

গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পক্ষ বটিকার মূল্য

মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য

পারে।

নিম্ন লিখিত ঔষধি আরোগ্য সমাচার ছাপা

তেছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

কাল মধ্যে সমুদ্রুত হইয়া থাকে তা

এই মর্হোবধ এক কোঁটা মাত্র

আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক

কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক

নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ

সেবনেই জ্বর, দৌর্ভল্য প্রভৃতি

দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্তৃক সর্ক

হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেব

আরোগ্য হয়।

এক কোঁটার মূল্য ২ টাকা ড

মুরগুন্দরী বটিকা

(সর্ক প্রকার স্ত্রীরোগের

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও হে

বার্ধক, রোগ বন্ধ্য এবং অকাল

প্রাণ ইত্যাদি সর্ক প্র

আরোগ্য হয়।

শরীরের রক্ত

পীড়া নি

এক

যে রক্তের চির দেখা দিত তাহাও

হে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল

ত রক্ষা পাইবে তাহার আর তুল

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

মোং ছগলি, ষুটিয়াবাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃত রস ঔষধী

মার কনিষ্ঠ মহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার

বুড়া অনেকাংশে সাম্য হইয়াছে। পীহ জ্বর, ও

রাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সখো-

দরটার হইয়াছিল, আপনার অমৃত রস সেবন করির

জ্বর বন্ধ হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

স্বস্তিলাভ রায় চৌধুরী।

মোং কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।

মহাশয় এক শিশি অমৃত রস সেবন করিয়া

একটি স্ত্রীলোক পুরাতন জ্বর আদি নানা

পীড়ার কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস

সেবন করিতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

ডাকার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস সেবনে

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে

দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ ।
অত্র কাঁথিতে বাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহার
সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ।

শ্রীমহেন্দ্র বারামণ্ডল গাংহিত ।
মোং কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর ।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের
শরম উপকার লাভ হইয়াছে । তাঁহার গুল ব্যথা
পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে ।

শ্রী প্রসন্ন কুমার দাস ।

মোং রত্নপুর জেলা মুরসিদাবাদ ।

শ্রীমহাশয়ের অমৃত রস নিকট হইতে

প্রেরিত নিয়মা-

নুসারে পূর্বাপেক্ষা

কৃতঃ শরীরের

হইয়াছে ।

শ্রীমহাশয়ের অনি-

হা এবং

অপ্প

প্রায়

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

সর

dicine for cholera was received here when the
disease had nearly disappeared from the Town
It was however administered in two two cases
with successful result.

Signed B. Miller
Private Secretary

Your cholera pills are really infallible. Not
being a professional man I was afraid to try
your medicine at first, but I administered it in
2 cases given up by the doctors as hopeless.
Two of the patients recovered within six hours
by using only two pills each. The other a child
took one pill which stopped his purging, vom-
mitting, spasm and perspiration, and caused a
discharge of urine, but unfortunately at this stage
his parents gave him some other medicine. The
result was the disease relapsed, and the child
died.

Two more cases have been cured, by your
medicine.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan
to inform you that during the recent out-
break of cholera in this place, your pills were tried
in several cases, which occurred among the ser-
vants of His Highness, and were found to be
efficacious.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directed to say that your cholera pills
are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon
and the result will be communicated to you as
soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

অত্যাশ্চর্য উলাউঠার অমূল্য বটিকা ।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎ-
কার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প
সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হইয়াছে। অধিকাংশ লোক
৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি
পূর্বে সহর অঞ্চলীয় বার শত রোগীর স্থানে আট
শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি,
তন্মধ্যে শতকরা ৯০ জন রোগী আরোগ্য
হইয়াছে। ইহা তালিকা পাওয়া
গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পাকশ বটিকার মূল্য
মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ নজ রোগী আরোগ্য
পারে।

নিম্ন লিখিত রোগী আরোগ্য সমাচার ছাপা
তেছে।
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা, বেঙ্গারস ।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে
আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দে
উত্তম রূপে আরোগ্য হইয়াছে। বিশ্চিকার
ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই
আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আর।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিক ভিন্ন পত্রে বর্ণনা
করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আ-
রোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টি বটিকা
কোন কোন টীকে ৩টি মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহা-
শয়ের ঔষধ বথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, এই
সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের
পুণ্যার্থে, এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মূল্যে দেওয়া
গিয়াছে।
শ্রীমহিউদ্দিন ।

ইনচার্জ কুরকুরিয়া, চা-বাবান, সোনাপুর আসাম ।
আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়া
ঔষধ ৫ জন রোগীকে দেওয়া হইয়াছিল

হীর পরমাই পাঠিত হইল। কয়েক
ঔষধ দ্বারা কলাইয়া কল পাওয়া হ
জানুকল হোসেন
মোং ডাঙ্গাপুর, স্টেট, ব
আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে
দুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত
জনার আশ্রয় উপকার হইয়াছে।
শ্রীকেশবচন্দ্র রায় মহাশয়
সনারী মাজিস্ট্রেট মোং
জেলা

শ্রীপদ্মকুমার মহারাজাধিরাজ
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরে

অনুযোদিত ও অনু

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় মহাশয়

আয়ুবেবদোক্ত ঔষ

১৪৬ নং লোয়ার চিংপুর

বালাখানা, কলিকাতা

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ু

দীর্ঘ মতের সর্বপ্রকার রোগের ন

ঔষধ, তৈল, স্নাত ও পাচনাদি

সর্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায়

পশুস্ত চিকিৎসক সর্বদা তথায়

ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান

কোষবদ্ধি (একশীরা) পীড়ার

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক

কাল মধ্যে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে তা

এই মহৌষধ এক কোঁটা মাত্র

আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক

কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক

নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ

সেবনেই জ্বর, দৌরল্যা প্রভৃতি

দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্তৃক সর্ব

হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেব

আরোগ্য হয়।

এক কোঁটার মূল্য ২ টাকা ড

স্বরস্বন্দরী বটিকা

(সর্ব প্রকার স্ত্রীরোগের)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও

যে রক্তের চিত্র দেখা দিত তাহাও
হে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল
ত রক্ষা পাইবে তাহার আর ভুল
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ।
মোং ছগলি, মুটিয়াবাজার ।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃত রস ঔষধী
মিয়ার কনিষ্ঠ মহোদয়কে সেবন করাইয়া তাহার
ইহা অনেকাংশে সান্না হইয়াছে। পীহ জ্বর, ও
দরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সন্থা-
দরতীর হইয়াছিল, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া
জ্বর বন্ধ হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে ।

স্বাক্ষরিত রায় চৌধুরী ।

নাথ পোঃ আঃ

মহাশয় এক শিশি আস আনাইয়াছিলাম ।
এবং একটা স্ত্রীলোক পুত্রাদি জ্বর আদি নাশ
পীড়ার কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস
সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে ।

শ্রীবনমালী পাল

মোং গুলটীয়া, তারা সিন্দীরা ।

অমৃত রস ঔষধী অত্র সবডিবিজান ধুবড়ীর শ্রীযুক্ত
শ্রীমতীলাল নাছড়ী প্রভৃতি আনয়ন ও সেবন করিয়া
আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ।

শ্রীরাম প্রতাপচন্দ্র বড়য়া বাহাদুর

মোং গৌরীপুর ধুবড়ী ।

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধের অসাধারণ
গুণ আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের মেহ, কাশ,
ও জ্বর প্রায় নিশেষিত হইয়াছে। ইত্যাগ্রে ক্রমিক তিন
শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতা ঠাকুর
মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জ্বর হইতে একবারে
মুক্তি পাইয়াছে, মেহের পীড়া বার আনা আন্দাজ
আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে।
করি তাহা একবারে নিঃশেষিত হইত। ফলতঃ
সকল অকুলান বশঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি
অমৃত রস সেবন করাইয়া পায় নাই, এক শিশি সেবন
করিয়া মধ্যে অনেক দিনাদে অপর শিশি সেবন
করিনে হইয়াছিল, এবং নিয়মিত পথ্যাদি ডক্ষণও হয়
হয় নাই। বিশেষতঃ মেহের পীড়াটা অল্প দিনের নয়
প্রায় ২৫ বৎসর হইল ইহার সূত্রপাত হইয়াছে ।

শ্রীবর্ণেশ্বর মুখোপাধ্যায়

মোং চড়াঙ্গল জেলা, মালদহ

to say

বিশেষ এই যে চিত্রে যে রূপ
বর্ণ সমুদয় অঙ্কিত হয়, ফটো-
ফটোগ্রাফের আর একটি দোষ
লাক্‌ভিম ফটোগ্রাফে ছবি উঠে
এই দুইটা দোষ ক্রমে দূরিত হই-
য়ক হইল এক জন একটা নূতন
করিয়াছেন তাহাতে অঙ্ককার ছবি
র সম্পূর্ণ আর এক জন সমুদয়
প্রভৃতির মধ্যে ছবি তুলিবার নূতন
করিয়াছেন। যদি এই দুইটি বিশেষতঃ

নী দ্বারা সূচক পূর্বক কাজ হয় তাহা
দিগের ব্যবসায় ক্রমে লোপ হইবে।
এই চার আবাদ এ দেশে আরম্ভ করিয়া
উপকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে চার
ম বৃদ্ধি হইতেছে এবং ইংলণ্ডে ভারতব-
র্ষ আবাদ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭৫ খৃঃ
বর্ষ হইতে ১৯৪৪২৭০ টাকার চারফতানী
বৎসর ইহা অপেক্ষা ২৪৮০৭৬০ টাকার অধিক
লাইয়াছিল।

১৮৭৫ বৎসর যখন আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত
ন গবর্নমেন্ট আফিসের একটি আনুমানিক
করিয়া লন। গত বৎসর মালয়া আফিসের যে
অনুমিত হয় গত দশ মাসের বিক্রয়ে তাহা
৮২৮৭৫০০ টাকার অধিক বিক্রয় হইয়াছে।
এই রূপ রক্ষা যে লর্ড সোলিসবারি কনফেটিন-
ল হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি ডিউক
স্বাক্ষর হইবেন এবং লর্ড বিকসফিল্ডের স্থানে
নমন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইবেন। যখন এই জনরব
তখন ইহাও রক্ষা হয় যে তিনি কনফেটিনো-
ল গমন করিয়া যদি তুর্কির গোলযোগ নিরী-
করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি এই
আয়োজন করিবেন। যাহার গুণেই
বিবাদ এক রূপ নিরীকবাদের নিষ্পত্তি
। বোধ হয় লর্ড সোলিসবারির এখন

তবার লিখি যে দরবার উপলক্ষে
মানিক্য আমদানি হয় তাহার মূল্যের
টাকা। ইহার মধ্যে বৈদ্যদাস মকিম
দাস ৪০ লক্ষ টাকা, ভগবান দাস দশ লক্ষ টাকা, মনো-
হর দশ ত্রিশ লক্ষ, কার্তিক সেনা ৫ লক্ষ, হ্যাণ্ড ফোর্ড
এবং ক এক ক্রোর টাকা, বোম্বাইর পান্নালাল ৭০
লক্ষ টাকা, বারাণসীর ফকির চাঁদ ২০ লক্ষ ও সুন্দর
স চন্দ্র দশ লক্ষ টাকা, বরদার জহরির ৪০ লক্ষ
টাকার জহরত আমদানি করেন।

—বাড় প্রাপ্তিত প্রদেশে ওলাউচা আজও সমভাবে
তছে। কেবল চট্টগ্রামে গত তিন মাসের মধ্যে
২৫ হাজার লোক কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে।
শিব রাত্রির উপলক্ষে যে সকল যাত্রী সীতাকুণ্ড তীর্থে
গমন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে গবর্নমেন্ট পরামর্শ
দেখেন যে তাঁহারা যেন এবার সেখানে বাওয়া স্থগিত
করেন, কেননা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া
সীতাকুণ্ডে বাওয়ার যে পথ আছে সে পথের ধারে
লাউচাঁর অভয় প্রভৃতির হইতেছে।

—আমরা জানিতাম বঙ্গলায়ই বারিষ্কার উকীলের
সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু আমরা শুনিলাম মাদ্রাসের
এক জন এতদেশীয় বারিষ্কার বেরারের পোলিশ বিভাগে
বেশ করিয়াছেন।

—মাদ্রাজ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ নিজামের রাজ্যেও ব্যাপ্ত
হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নিজাম গবর্নমেন্ট অকাতরে
স্বার্থ ব্যয় করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে অন্নদান করিতে-
হাইদ্রাবাদের রাইকুর জেলার পশ্চিম অংশে
কোশ বেশী এবং শুষ্ক এই অংশের জল
হইয়াছে। সমস্ত ব্রিটিশ গবর্ন-

পত্র আমদানি করেন তাহা এখন নীলাম করিয়া বিক্রয়
করা হইতেছে। যে চেরার ২৫ টাকা করিয়া ক্রয় করা
হয় নীলামে তাহার মূল্য ৩০ টাকা হইতেছে।

—ফেটসম্যান সংবাদ পাঠ্যছেন যে কাবুলের রাজ-
মন্ত্রী নুর মহম্মদ মার সম্পূর্ণ পেশয়ারে উপস্থিত
চেরার উদ্দেশ্য প্রাস্তবাসী জাতিদিগকে অর্থ বিতরণ
দ্বারা তাহাদিগকে আমীরের বশীভূত করা। এবং
সোয়াতের আখুন্দকে এই রূপ উত্তেজনা করা যে যদি
আমীরের সহিত ইংরাজ গবর্নমেন্টের যুদ্ধ বাধে তাহা
হইলে আখুন্দ প্রাস্তবাসী জাতিদিগকে আমীরকে
নাহায্য করিতে অনুরোধ করেন।

—কয়েক মাস গত হইল ডাক্তার লীন কলিকাতার
আসিয়া নানাবিধ আশ্চর্যজনক ভৌতিক ক্রীড়া প্রদ-
র্শন করিয়াছিলেন। তাহার এখানে পুনর্বার আসার
কথা ছিল, কিন্তু আমরা সংবাদ পাইলাম যে তিনি
এখানে গায় আসিবেন না। সম্পূর্ণ তিনি হাইদ্রাবাদে
গিয়াছেন। তথা হইতে গোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া
স্বদেশে যাত্রা করিবেন।

—দিল্লির দরবারোপলক্ষে যে সকল দ্বীপান্তরিত
কয়েদী মুক্তি লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে প্রথমতঃ
কলিকাতার আসিয়া তাহাদের স্ব স্ব গৃহে প্রেরণ করা
হইতেছে। এই সম্বন্ধে দুইটি কোর্তুলজনক ঘটনা ঘটি-
য়াছে। আগামান দ্বীপে পঞ্জাবের এক জন দ্বীপান্তরিত
পুকুরের সহিত মাদ্রাজের এক জন দ্বীপান্তরিত স্ত্রীর
বিবাহ হয়। তাহাদের দুই জনকেই কলিকাতার আনা
হয়। গবর্নমেন্টের আক্সানুসারে দুই জনকে দুই দেশে
পাঠাইতে হইবে, এ দিকে তাহারা স্ত্রী পুকুর। দ্বিতী-
য়তঃ একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বিবাহিতা স্ত্রী বহু দিন হইল
দ্বীপান্তরে গমন করে। সেখানে গিয়া সে পুনর্বার
বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর গুণে তাহার পাঁচটি
সন্তান হয়। সে স্বামী ও সন্তান সহ মুক্ত লাভ করিয়া
এখানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রথম স্বামী
তাচার স্ত্রী পাওয়ার জন্য দাবি করিতেছে। কর্তৃপক্ষেরা
এই দুইটি বিশেষতঃ দ্বিতীয় ঘটনাটি লইয়া ব্যতিব্যস্ত
হইয়া পড়িয়াছেন।

—অধ্যাপক সনিয়র উইলিয়ামস্ সিংহলে বারো দিন
অবস্থিত করিয়া পুনরায় বোম্বাইয়ে আগমন করিতে-
ছেন এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

—গোয়া নগরের একটি স্ত্রীলোক সংবাদ পায় যে
ডাক ঘরে তাহার নামে এক খানি রেজিষ্টারি পত্র আসি-
য়াছে এবং তাহাকে বলা হয় যে সে স্বয়ং গিয়া তাহা
লইয়া আইসে। তাহার বাটির নিকটবর্তী এক দুর্ভ
ব্যক্তি এই সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীলোকটির পঞ্চাৎ ডাক
ঘরে গমন করে। স্ত্রীলোকটি চিটলইয়া বাটী বাওয়ার
সময় পথে উক্ত ব্যক্তি তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া
রেজিষ্টারি চিটি খানি কাড়িয়া লয়। তদনন্তর স্ত্রীলো-
কটিকে খুন করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি নিকটে কোন
ভারি দ্রব্য অন্বেষণ করিতে থাকে। সম্মুখে এক
খানি প্রস্তর ধণ্ড দেখিয়া যাই সে উহা তুলে, অমনি
তন্মিম্বস্থ একটি সর্প তাহার আঙ্গুলে দংশন করে।
সর্পদন্ড হইয়া তাহার ইচ্ছা হইল যে স্ত্রীলোকটিকে
বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু বন্ধন মুক্ত করিতে গিয়া
টাকার উপর আবার তাহার লোভ হইল এবং পুনরায়
সে সেই পাথর ধান দ্বারা স্ত্রীলোকটিকে খুন করার
সংকল্প করিল। দ্বিতীয় বার যাই সে সেই পাথর ধান
তুলিয়া স্ত্রীলোকটিকে ফেলিয়া মারিবে অমনি সেই
সর্পটি আসিয়া তাহাকে পুনরায় দংশন করিল এবং এবার
দংশন মাত্রই সে ভূপতিত হইল। পরে কয়েক জন
জেলেনী পথ দিয়া বাইতে স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া তাহার
বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়।

—তুর্কস্থানের যুদ্ধের আশঙ্কার এবার মকর যাত্রীর
সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে।
—পূ

প্রযুক্ত অনবরত জল জমিয়া রহিয়াছে সুতরাং
চলিতে পারে না। এক জন ফরাশীশ প্রাস্তাব
যে তিনি বেলুন যোগে উত্তর কেব্রে গমন
পারেন।

—রঞ্জিত সিংহের পুত্র মহারাজা দলীপ সিং
বিদায় না হউক বন্দুক হোড়ায় পিতৃ নাম রক্ষা ক
তেছেন। পাঠকগণ জানেন তিনি খৃষ্ট ধর্ম
লম্বন করিয়া ও এক জন ইংরাজ রমণীর পাণি-
করিয়া ইংলণ্ডে অবস্থিত করিতেছেন। সেখানে
এক জন অদ্বিতীয় শিকারী হইয়া উঠিয়াছেন। ম
তিনি তিন দিনের মধ্যে ৭৭ হাজার পক্ষী বন্দুক
হত্যা করেন।

—ভারতবর্ষ হইতে তিব্বত দেশে যাওয়ার
ভাল পথ ছিল না। সম্পূর্ণ দারজালিং হইতে তিব্ব
প্রাস্ত পর্যন্ত একটা পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এখন
তের লোকেরা বিলাতী কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার ক
রক্ষা পাইবে এবং হয় ত তিব্বত দেশে সুরভা ক
তুলার জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট উক্ত দেশের শাসন
স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।

—ইতি পূর্বে মাদ্রাজে একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপি
হয়। সম্পূর্ণ পঞ্জাবে আর একটি কৃষি বিদ্যা
স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশে আপাততঃ ক
বিদ্যালয় সকল স্থাপনের তত প্রয়োজনীয়তা দে
যায় না। এ দেশে কৃষকের অভাব নাই, কারিক
অভাব। আর এই কারিকরের অভাবেই বিলা
কাপড় ইত্যাদি এখানে বিক্রয় হয়। অতএব বাহ
কারিকর সকল শিক্ষিত হয় দেশের লোকের
দিকে সর্বাঙ্গ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

—লাহোরের ইঞ্জিনিয়ার পাবলিক ওপিনিয়ন বলেন
প্রাস্ত প্রদেশে গবর্নমেন্ট যে যুদ্ধের আয়োজন করি
ছেন তাহা আফ্রিডিসদিগের বিক্রমে নহে।
আয়োজনের দুইটি উদ্দেশ্য আছে।
ক্রিশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধে তাহা
গবর্নমেন্ট অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে পারেন।
মজা দ্বারা কাবুলের আমীরকে ভয় প
গবর্নমেন্ট আপাততঃ আফ্রিডিসদিগের
ব্যাপ্ত হইতেছেন না, কিন্তু তাহারা
হইয়া যুদ্ধে পূর্ব হইতে পারেন।

—যাঁহারা শিবপুরের বোটানিকা
করিতে যান তাঁহারা সাবধান হ
সাহেব সেখানে ভ্রমণ করিতে গিয়া
বলিয়া কিউরেটার সাহেব তাঁহার
মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করেন।
যে তিনি একটা মেমের ইচ্ছাক্রমে দুই
কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে
করিয়া দশ টাকা জরিমানা করিয়াছেন

—বর্তমান দুর্ভিক্ষে মাদ্রাজের রাম
দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে যেরূপ অন্ন
তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রখানি
তিনি মাদ্রাজ গবর্নমেন্টকে লিখিয়া
সালের প্রারম্ভাবধি প্রত্যহ ৩ শত দী
করিয়া আসিতেছিলাম। তৎপরে
হইতে যখন এদেশে দুর্ভিক্ষ আ
আমি প্রত্যহ ১৫শত লোককে
আমি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা
করাইয়া থাকি এবং ইহার
থাকি। আমার সংকল্প
হয় অর্থাৎ শস্যের দর
এতগুলি লোককে অ
ইচ্ছা যে দুর্ভিক্ষ উপ
প্রত্যহ ৩ শত লো
দ্বারা আম

খক্তি ভবদীয় সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের পাঠ্য প্রকাশ করিয়া, এবং এতৎ সম্বন্ধে কি রূপ অভিপ্রায়, তাহারও উল্লেখ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

পত্র যথা—

জর্মান এম্বাসি।

লণ্ডন—৪ঠা নবেম্বর, ১৮৭৬

মহাশয়!

মদীয় পরমশ্রদ্ধাঙ্গীকার, পরম দয়ালু ও স্নেহিত শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত জর্মান সত্রাট মহোদয়ের আপনার অনুগ্রহে প্রদত্ত জর্নাল ও বহুমূল্য সমূহের, ধন্যবাদের সহিত, প্রাপ্তি স্বীকার সত্রাট মহোদর ভবদীয় উক্ত পুস্তকাবলি ইয়া তৎপরিবর্তে আফ্রাদিতচিত্রে সবিশেষ সৌহারদের অভিজ্ঞান স্বরূপ তাঁহার স্বীয় (Photograph) ভবদীয় সঙ্গীপে পাঠাই-

মাদ্রাদেশে মহাশয়কে এই শুভবাত্রা অবগত আমি সবিশেষ আনন্দিত ও সন্মানিত

আপনার নিতান্ত অনুগত

(স্বাক্ষরিত) (কাউন্ট) মুনস্টার (MUNSTER)

জর্মান এম্বাসেডার।

বশযদ

শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার প্রত্যুবে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে কঁচনামুণ্ডে গিয়েছিলুম।

গোয়ালন্দ হইতে যে মেলের গাড়ি আইসে তাহার কলিকাতার এক খানি মালের গাড়ির সংঘাত

হইতে কেহ হত কি আহত হইয়াছে কি না তাহ

সংঘাতের কারণে কয়েক শকট একেবারে চূর্ণ হইয়া

কয়েক বটে জলপ্লাবন হইতে দক্ষিণ

করিতে পারিতেন না, দেশ হইতে

রে দুই কড়া মস্তক নহে, দৈব হুর্বাগ

করা বটে রাজার পক্ষে অনস্বয়,

হইতে দেশ রক্ষা করা রাজার

যদি এ দেশের রেলওয়ে এ

ধানে থাকিত তাহা হইলে বোধ

কর উপস্থিত হইলে কত রেলওয়ে

কত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষীর কাঁপী

কিন সাহেব নিরীহ ভারতবর্ষবাসী-

ফৌজদারি আইন জারি করেন, তিনি

যুব নিমিত্ত আরো কোন কঠোর

রিতেন। কল গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে

প্রচলিত না করিয়া শুধু বাত্মনিকের

উদাস্য দেখাইতেছেন না, ইহাতে

করিতেছেন। এ রূপ ঘন ঘন

বাবুর চিকিৎসার বশ নব্বই রাষ্ট্র আছে অতএব সে বিষয়ে আমাদের বলা বাহুল্য। বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ বন্দুর অভাবে উপনগরের বেকতি হইবার সম্ভব ছিল তাহা ইহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইবে। ইনি হাসপাতালে অবস্থিত করিবেন।

আমরা শ্রীযুক্ত রাধা মাধব বাবু প্রণীত "সেকি আমার?" নামক এক খানি নাটক প্রাপ্ত হইয়াছি। গবর্নমেন্ট যখন নাট্যাভিনয় বিধি প্রচারিত করেন আমাদের আশঙ্কা হইয়াছিল তদুপায় নাটক রচনার যুগোদ্ভেদ হইবে, কিন্তু "সেকি আমার" পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিবেন বাঙ্গালা নাটককারের লেখনী নিষ্পন্দ থাকিবার নহে। পূর্বে বিধি প্রচারিত হইবার পূর্বে আমরা উপযুক্ত পরি কয়েক খানি বীর রত প্রধান নাটক পাঠ করিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু সমালোচিত গ্রন্থের রচয়িতা শঙ্কাদিত হইয়া বীর রতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। আবার পাছে অভিনয়ের বিষয় উপস্থিত হয় সেই ভয়ে রাজবুদ্ধি উদ্ভাবিত হুতন প্রকার অস্বীকৃত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেন নাই। এত দাবধানে ও ভয়ে ভয়ে লেখনী চালনা করিয়াও রাধা মাধব বাবু পাত্ররূপ চরিত্র সুন্দর চিত্রিত করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। গ্রন্থ মধ্যে ককণা হামা বীভৎস প্রভৃতি রস যথা স্থানে উদ্ভীপিত হইয়াছে। পত্রীগ্রাম সমাজ চিত্রটী ঈষৎ অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইল। গ্রন্থকার নারক নারিকার মন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে অতি মন্দ মিলিত করিয়াছেন, তাহা না করিলে বোধ হয় ভাল হইত।

সংবাদ

—সিংহলের কনকনগরে সংস্কৃত, পালি ও সিংহলী ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সুমঙ্গল নামক তত্ত্বা প্রধান বৌদ্ধ পুরোহিত উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

—বোম্বাইর উত্তর অঞ্চলে ইতি মধ্যে অতিশয় শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এ দিকে তুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে জল কষ্টে লোকে হাহাকার করিতেছে।

—চীন দেশের উত্তর প্রদেশে ও তয়ানক মন্ডল উপস্থিত হইয়াছে।

—একবার লর্ড নর্থ ক্রকের রেলওয়ের উপর দৃষ্টি পড়ে। তিনি ভারতবর্ষবাসীদিগকে রেলওয়ের নানা বিভাগে নিযুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কয়েক জন ভারতবর্ষবাসী এই রূপ নিযুক্ত হয়। সাহেবেরা ইহা লইয়া গোলযোগ আরম্ভ করেন, ইংরাজি সূবাদ পত্র ওয়ানিারা চিৎকার করিতে থাকেন। লর্ড নর্থ ক্রক ভয়ে নীরব হন। যে সমুদয় বাঙ্গালি রেলওয়ে গার্ড প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হন তাহারা পদচ্যুত হন। যে অবধি এই গোলযোগ হয় তদবধি এই বিষয় লইয়া আন্দোলন ঘাইতেছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষীয়দিগের বক্তৃ হইয়াছে যে আর কোন গতিকে ভারতবর্ষ বাসীরা আর গার্ড প্রভৃতি কল্পে নিযুক্ত না হয় এবং এই নিমিত্ত তাহারা ইংরাজ রেলওয়ে কর্মচারীদিগকে এ দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিতেছেন এবং সম্পূর্ণ এ নিয়ম করিয়াছেন যে যে সমুদয় রেলওয়ে কর্মচারী এ দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারিবেন তাহাদিগকে কর্তৃপক্ষীয়রা পুরস্কার দিবেন এবং এই পুরস্কারের নিমিত্ত তিন হাজার টাকা মুঞ্জুর করিয়াছেন।

—যখন মার রিচার্ড টেম্পেল মাস্ত্রাজে গমন করেন তখন রাষ্ট্র হয় যে ডিউক অব বকিংহাম ইহাতে অপমানিত হইয়া কল্পে পরিত্যাগ করিতেছেন। এ জনরব মিথ্যা, ডিউক অব বকিংহাম কল্পে পরিত্যাগ করিতেছেন না। মার রিচার্ড টেম্পেল ডিউক হইয়াছেন

—ফ্রান্সে একটি হুতন ধরণের ম এই সভার সভারা হুতু কালে এ করিয়া ঘাইবেন যে তাহাদের হুতু করিয়া ইহা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান উ কোন কার্যে ব্যবহৃত হয়।

—এক জন টাকের একটি হুতন করিয়াছেন। তিনি তাহার আবিষ্কৃত রূপ লিখিয়াছেন। "আমার এক ড ছিল। ইহার মস্তকে টাক ছিল। এই মেটে তেল দিয়া সেই হস্ত তাহার টাবে এইটি তাহার অভ্যাস হইয়া যায়। তিনি তাহার টাক হইতে তুল বহির্গত হইতে লা ক্রমে সমুদয় মস্তক ঘন ও কৃষ্ণ বর্ণ চলে পরি আমি ইহা দেখিয়া মেটে হইলের পরীক্ষা লাগিলাম। আমার হুইটী কুকুরের শরী মহলা লোম পড়িয়া যায়। আমি তাহাদের এই তৈল মর্দন করি এবং কিছু দিনের মধ্যে শরীর লোমে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। আমি অবস্থিতি করি দেখানে কিছু দিন পরে গো, অস্থ প্রভৃতির মধ্যে ভয়ানক মরক উপস্থিত হয় এবং দির শরীর, ক্লম ও লাঙ্গুল হইতে লোম স্থলন পড়িতে থাকে। আমি এই সময় মেটে তৈলের প পরীক্ষা করি এবং পরীক্ষা করিয়া দেখি যে ই লোম শূন্য পশুর শরীর কেবল লোমময় হয় মরকও থাকিয়া যায়।" আবিষ্কারক লিখিয়াছেন আমেরিকার অতি পরিস্কৃত হুতৈল ব্যবহার কর্তব্য। হস্তের তালুতে তৈল লাগাইয়া শূন্য স্থলে সজোরে ঘন ঘন মর্দন করা কতক দিন দিন অন্তর তৈল মর্দন করা উচিত, তবে যে দিন মর্দন করা হয় সে দিন ৬।৭ বার মর্দন করি হইবে। অস্থের ক্লম ও লাঙ্গুল হইতে লোম পড়ি গেলে তাহাতে অধিক পরিমাণে তৈল দিতে হইবে।

—বোম্বাই অঞ্চলে রেলওয়ে স্টেশনে বি হইয়াছে। অনেক অনুমান করিতেছেন প্রায় এক কোটির টাকার বীজ ও শস্য

—ইংরাজেরা সংকল্প করিয়াছেন গ একটি কামান করিবেন যাচা পূর্ণি দেশে নাই। সম্পূর্ণ তাহার ৮৫ টন গন একটি রুচ্য কামান প্রস্তুত করেন। এই কামানটির বিষয় আমরা ইতি পূর্বে বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে তাহাদের তৃপ্তি হয় নাই। তাহারা এখন একটি কামান প্রস্তুত করার কল্পনা করিতেছেন, সেটি ওজনে ২৫০০ মন হইবে, তাহার দল ২০ ইঞ্চ পুরু হইবে, এবং ১৭ হাতের অধিক লম্বা হইবে। ইহার এত শক্তি হইবে যে ইহা হইতে ৪২ মনের ওজনের গুলি হাজ গজ দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে।

—এ দেশের ন্যায় ইউরোপে ও সমবেৎ লোকে ভবিষ্যৎ হইয়া উঠে। কিছু দিন পূর্বে এক জন গণনা করেন যে পৃথিবী মস্তর রসাতলে ঘাইবে। আবার বেভারেও বেকসটার নামক এক জন লণ্ডন পু করিতেছেন যে ২৪৪ হাজার খৃষ্টান স্বর্ণরারে ম গমন করিবেন।

—আমেরিকাতে একটি স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার নিম্নে একটি অপূর্ণ জলাশয় রহিয়াছে। এই জলাশয়টি প্রায় তিন হস্ত গভীর হুতিকার নিম্নে। ইহার উপরে বৎসর বৎসর নিস্তর শস্য উৎপন্ন হই তেছে। ইহার মধ্যে নিস্তর মৎস্য এ আছে। হুতিকা খনন করিয়া জলাশয়ের এক মুখ বাহির করিয়া ই হইতে অবলোলাক্রমে বিস্তর মৎস্য ধরা যায়।

—বেহারে যে রূপ মর কট হয় মাস্ত্রাজে সেই অর কট হইয়াছে। বেহারের তুর্ভিক্ষ নিবারণের প

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীমদ্বাদী, চৌকীডাঙ্গা। আপনার দীর্ঘ পত্র
নি সময় মত প্রকাশ হইবে। তবে আমরা উহা
ছুখব করিয়া দিব।

শ্রীভ, গ। এলাহাবাদ। ঐ ঐ

কম্যাচিং দর্শকমা, হুগলী। পত্রপ্রেরক যে বিবি-
র উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালী হাকিমটির নিন্দা করিয়া
আমাদের বিবেচনায় সেটি দোষ নহে বরং গুণ।
হউক পত্রপ্রেরক হাকিমটির নিন্দা করিয়া পাত্রে
র নাম দিতে সাহসী হন নাই। অনেক পাত্রে
এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহার উদ্দেশ্য এই
দ পত্র প্রকাশিত হইলে কোন ফল হয় তবে
পত্রপ্রেরকের। আর যদি কোন ফল ফলে
পাঠ সম্পাদকের।

শ্রী, দী—গৌবরডাঙ্গা। লিখেন, “গৌবরডাঙ্গার
স্কুল কমিটি আছে, কিন্তু কখন কমিটির উপস্থাপন
কোন কার্য উপস্থিত হইলে সেক্রেটারি স্বয়ং
স। সেক্রেটারি মহাশয় যে কার্য করেন
উত্তম হইতে পারে এবং মেম্বাররা অল্প
হাতে সম্মতি দিতে পারেন, কিন্তু তথাপি
তাহার কমিটি আহ্বান করা উচিত।”

—বর্হানদি। আশনার পদ্যটি অতি উৎ-

গাছে। কিন্তু আপনি পদ্য না লিখিয়া উক্ত
বর্তমান অবস্থা যদি গদ্যে লিখিয়া প্রেরণ করেন
হইলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হইব। আপনি
যে ব্যাপ্ত আছেন তাহাতে আপনার দেশের
অবস্থা জানার বেশী সুবিধা আছে।

মফঃস্বলে প্রাপ্তি।

যুক্ত বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ	৫১০
“ জগত চন্দ্র ঘটক, জলপাইগুড়ি	১০
আর টি রেমপিনী সাহেব, জলপাইগুড়ি	৪৫০
যুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র	৫১০
“ কালী ক্রি	৩১০
শ্রী গোসাই হংসগীর, ইংরেজাবাদ, মালদহ	১০
যুক্ত বাবু ফটিক চন্দ্র ঘোষাল, হাদিপুর, বারামত	১০
শ্রী দীন দরাল মজুমদার, গুপ্তীপাড়া	১০

বিজ্ঞাপন।

বোয়ালিয়া ধর্মসভা।

১। আগামী ১লা ফাল্গুন রবিবার, ২রা ফাল্গুন
সোমবার ও ৩রা ফাল্গুন মঙ্গলবার দিবসে এই সভার
একাদশ বার্ষিকাবিবেশন হইবে।

২। ১লা ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারস্ত হইয়া
প্রথমতঃ নগর সঙ্কীর্তন, তৎপর দেবার্চনা ও বেদাদি
ধর্ম পুস্তক পাঠ হইয়া দিবা দশ ঘটিকার সময়ে সভা
ভঙ্গ হইবে। পুনরায় দিবা দুই প্রহর এক ঘটিকার
সময়ে সভারস্ত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত
প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যার
পর সভারস্ত হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত ঈশ্বর গুণানু-
বাদাঙ্গীন সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

৩। ২রা ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারস্ত হইয়া দিবা
দশ ঘটিকা পর্যন্ত, যে সকল ব্যক্তি বিদেশ হইতে নিম্ন
লিখিত কয়েক বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ প্রেরণ করিলে,
তাহা পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় দিবা
দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে সভারস্ত হইয়া সন্ধ্যার
পূর্ব পর্যন্ত নিম্ন লিখিত চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে
বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।
পুনরায় সন্ধ্যার পর সভারস্ত হইয়া রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা
পর্যন্ত ঈশ্বর গুণানুবাদাঙ্গীন সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ
হইবে।

৪। ৩রা ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারস্ত হইয়া দিবা
দশ ঘটিকা পর্যন্ত নিম্ন লিখিত সপ্তম বিষয়ে বক্তৃতা
ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ এবং স্মৃতি শাস্ত্রের বিচার হইয়া
সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় দিবা দুই প্রহর এক ঘটি-
কার সময় সভারস্ত হইয়া দিবা চারি ঘটিকা পর্যন্ত দর্শন
শাস্ত্রের বিচার হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। তদনন্তর
নগর সঙ্কীর্তন করণানন্তর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে সভা-
রস্ত হইয়া সভার বার্ষিক আয়, ব্যয় ও কার্য বিবরণ পাঠ
এবং সমাগত নানা দেশীয় পণ্ডিত ও রাজা, জমিদার,
ধনাঢ্য প্রভৃতি ধর্ম্মানুরাগী তদ্রমণ্ডলীর সহিত এক
বাক্যে সভার উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ উপায়াবধারণ
হইয়া পণ্ডিতগণের বিদ্যায়ান্তে ঈশ্বর গুণানুবাদাঙ্গীন
সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

৫। যে সাত বিষয়ে শাস্ত্রিক ও যৌক্তিক হেতুগর্ভ
লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইবে।

৬। ধর্ম মূলে দৃঢ় বিশ্বাসের

বক্তৃতাকারী মহাশয়গণ কেহ বাচনিক বক্তৃতা করিলে
লিখিত বক্তৃতা দিতে হইবে।

৭।—কোন ধর্ম্মানুরাগী মহাশয় প্রস্তাবিত এ
বা সমুদয় বিষয় সদক্ষরে বক্তৃত লিখিয়া ডাকঘো-
বা অত্র প্রকারে করিলে প্রেরণ সভা তাহা সাদরে গ্রহণ
ও সভার পর্যায়ক্রমে পাঠ করিবেন।

৮।—যিনি মে বিষয় বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক হই-
বেন, তাহা সম্পাদককে জ্ঞাপন করিতে হইবে সম্পাদক
বিবেচনা পূর্বক বক্তৃতার আসনে উপবিষ্ট করাইবেন

৯।—এই উৎসবোপলক্ষে যে সকল মহোদয়
নিমন্ত্রণ করা হইবে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতিনি-
ধি গ্রাহ্য হইবে না, এবং প্রত্যাশা আছে যে, পণ্ডিত
মহাশয়গণ ১লা ফাল্গুনের পূর্বে বোয়ালিয়ার উপস্থিত
হইবেন। রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য মহোদয়গণ স্বয়ং
সভায় উপস্থিত হন, সভার এইটি একান্ত অভিনা-
স

১০।—নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত রাজা, জমিদার,
ধনাঢ্য ও বিষয়ী মহাশয়গণ নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি
কল্পে ধর্ম্মানুরাগ বশতঃ এই কার্যের বাস্তবিকুল্য
যদিচ্ছা যিনি যে পরিমিত দান করিবেন, সভা তাহা
সাদরে গ্রহণ পূর্বক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন।

১১।—এই উপলক্ষে যিনি যে দান বা অত্র প্রকা-
সাহায্য করিবেন, এবং যিনি যে বিষয়ে যেরূপ বক্তৃ-
করিবেন, তাহা এবং সভার আদ্যোপান্তিকবিবরণ সব
বোয়ালিয়াস্থ তমোয় যন্ত্রে মুদ্রিত হিন্দুঞ্জিকা নাম
সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করান হইবে

১২।—প্রস্তাবিত তিন দিবসে সভার
সমুদয় বিষয় সম্পাদিত হইতে না পাঠ
পলক্ষে আর্থিক কষ্ট বা দোষাঙ্গিত
পারিবে।

১৩।—এতদতিরিক্ত কর্ম্ম নির্বাহী
সাধক কোন নিয়ম করা প্রয়োজন হইবে
অনুমত্যানুসারে সর্বদাই তাহা হইতে পা-

২৪। সুযোগ হইলে দীন দরিত্র
নিমন্ত্রক বিশেষ বক্তৃতা উদ্যোগ করা হই-
৮ই মাঘ। } শ্রীগৌরসুন্দর সিংহ।

১৯৮৩সাল } প্রতিনিধি—সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

পরীক্ষিত মহৌষধ।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং পুষ্কুর জীয়ুক্ত বাবু শশীভূষণ দেব বাটীতে ও দ্রুতর উক্ত বাবুর ডিম্পেসরিতে প্রাপ্তব্য।

১। বৃহৎ হিমসাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল পত্র ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ কার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা রঃপীড়া, গাজ্জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, ক ঘোর দর্শন, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা, উদারাময়, উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ১/০।

২। হাতরাজ তৈল। ইহাতে বিবিধ হাত যথা মড়ানে, বিছনে, কাগকণে, হাত পা অবশ, বা নৈ দরী যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য বে মূল্য ৫০ প্যাকিং ১/০।

৩। চর্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ, চুল-রক্ত কুষ্ঠ, পাঁহড়া টাক, পারা দ্বারা, বা শোণিত হইয়া বৃকের উপর চক্রাকার মূল্য ৫০, আনা কিং ১/০।

৪। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ ডা, কর্ণের ভিতর ঘা, রস বা পুঞ্জ পতন বা বধিরতা বা আরোগ্য হইবে মূল্য ১০ প্যাকিং ১/১০।

৫। উপদংশ রোগ ও যার অতি উত্তম মলম। (সারা সংশ্লিষ্ট রহিত) নানাবিধ গরমির অন্যান্য যথা বৃতন, পুরাতন ঘা, নালি ঘা, অর্শ পীড়ার বা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ বৃতন ঘা মধ্যস্থের মধ্যে আরোগ্য হইবে, মূল্য ১০, কিং ১/১০।

কেশ কন্দর্প তৈল।

ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল শের স্তূলতা, কেশ বৃদ্ধিকারিতা গুণ দর্শিবে। এমন কি অকালে তাহা এই তৈল দ্বারা স্বাভাবিক বে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের ইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবে। মূল্য ১০, কিং ১/১০।

দোষ সংশোধক অব্যর্থ চূর্ণ। ইহা পারদজাত বা গরমির পীড়া দ্বারা ফোটন, বা ঘা হওন এবং উহার সকলের বিশেষ উপকার দর্শিবে কং—১/০।

নোটিশ

বাইতে পারিবে সেই সেই দর অল্পপাত করিয়াও অক্ষর তাড়িয়া লিখিয় দিতে হইবে।

৫। কেবল ছাপা করা কারমে টেণ্ডার (Tender) লওয়া যাইবে। উক্ত রূপ ছাপা করা কারমের হু এই আফিসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। দুই খান মূল ই টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

৬। সকল অপেক্ষা কম দর দিলেই যে টেণ্ডার (Tender) গৃহীত হইবে এমন কথা নহে। এবং কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে তাহা কি জন্য অগ্রাহ্য হইল তাহার কোন কারণ দেখান হইবে না।

৭। টেণ্ডার (Tender) অর্থাৎ বায়না পত্র সকল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অরডনেনসের জীয়ুক্ত ইনেস্পেক্টর সাহেবের (Inspector General of Ordnances) উপর আছে। তিনি সকলের নিচে কি অন্য কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন। এবং তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ত দিতে হইবে না। অথবা কোন টেণ্ডারের বদিকোন জিনিসের দর স্পৃফতঃ অতিশয় বেশী হয় তাহা হইলে সেই সেই জিনিসের দর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৮। টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্রের সমভিব্যাহারে এক হাজার টাকায় গবর্নমেন্ট অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ অথবা নোট আমানত করিতে হইবে। কনট্রাক্ট লেখ, পড়া হইয়া গেলে কিছা টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

৯। জীয়ুক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব (Superintendent) ১৮৭৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মেলা টিক দুই প্রহরের সময় উক্ত অফিসে আরমস্ আমুনিশন ফ্যাক্টরির আফিসে (Small Arms Ammunition Factory Office) টেণ্ডার অর্থাৎ বায়না পত্র সকল খুলিবেন।

১০। যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিতে ইচ্ছা করেন তাহারা এই সময় উপস্থিত থাকিবেন।

আরমস্ আমুনিশন ফ্যাক্টরি
আফিসে
দমদম
২১এ ডিসেম্বর ১৮৭৬
এ, ওয়াকর মেজর
আর. এ
সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ
আরমস্ আমুনিশন
ফ্যাক্টরি।
A Walker Major R. A
Superintendent Small
Arms Amunition Factory.

গোলাপ! গোলাপ!! গোলাপ!!!
সাময়িক সবজির বিজ্ঞ।

এখানে অতি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু বৃতন গোলাপের কলম প্রায় ১২৫ বিভিন্ন প্রকারের বি-প্রস্তুত আছে। মূল্য অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্য। উহার তালিকা জমা করা পঠাইয়া দিব।
আপাততঃ রে-
শশী, ফুটি
পা-
কাকড়, চাপানটে ও অ-
রকমের পাওয়া

কেবল টিকেট গ্রা-
কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার কিং

কেবল টিকেট গ্রাহিতা ঘোড়ার চড়ি-
হাটীয়া প্রবেশ করিবার কিং মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেসুর অর্থাৎ বাহারী এক
টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার ধাহারা
১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন তাহাদিগের
দান কৃত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও
গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি ১০ আনা
পাল্কি প্রতি ১০ আনা অতিরিক্ত কিং
হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তির
অর্থাৎ কিং ব্যতিত এবং অপর সাধারণ
মং ১ টাকা কিং দিলে প্রবেশ করিতে পারিবে
প্লেসবোর্ট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া
ঘণ্টার এক টাকা মং ১

ইউরোপীয় এবং এতদেশীয় ব্যক্তি
তাহাদিগের প্রবেশ গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেসুর এবং ডোনার অর্থাৎ
ব্যক্তির প্রবেশ সপরিবারে গাড়ি নি-
কিং ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. T.
Hon. Sec

দ্বিতীয় ভাগ! দ্বিতীয় ভাগ!! দ্বিতীয় ভাগ!!!
ঐতিহাসিক রহস্য।

জীয়ুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত।
“এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায়
প্রচারিত হইল।” বঙ্গদর্শন।

The collected Essays of Ram Dass Sen
deserve a translation into English.
Max Muller

এই পুস্তক কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নম্বর ষ্ট
হোপ বস্ত্রে, সংস্কৃত বস্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৫৫
কলেজ স্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে
মূল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ১/০ দুই আনা।
উহার প্রথম ভাগ মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল
আনা। উপরিউক্ত স্থানে পাওয়া যায়।

NOTICE TO CONTRACTORS.

The Superintendent will receive sealed
stores and
shell Fac
12 months
List of stores (more or less,) for

the receipt
agal.

ago that
England, had
essex (Artists)
been permitted
the "University
We are glad to
a fencing, boxing,

Babu Girija Sankar
Ram Sankar Sen
atta Bar. A fluent
al parts, we hope he
worthy father. We
England over-time to
ssion.

astounding revelation to
spondent writes to us:
m suspected persons are
systematically at the General
and London:—There are se-
pliances." The above, if true,
the political world is some-
what obtains in general

asure in publishing the following

CIATION FOR THE CUL-
ION OF SCIENCE-

Rev. E. Lafont, S. J., Rector of
on Thursday the 1st. February
Laws of Falling Bodies.
50 and upwards and monthly sub-
ed free. Tickets that were issued
ill do for this year.
non-subscribers—Annas 8.
d on application to the clerk at the office
any day except Sunday between the
and 4 1/2 P. M.; and on the day of Lec-
e of Lecture.

MAHENDRA LAL SIRCAR, M. D.
Honorary Secretary.

dent informs us that a very big
istrict of Gya, worth about a crore
likely to escheat to the Crown. This
ed rightfully or wrongfully, to one
Begum, a Mahomedan lady, now
ving, it is said, no lawful heir. Al-
case lately decided by the
the Government has been successful
a certificate which will empower it to
s due to the deceased and to recover
jewelry belonging to her, worth, it is
five laks. And this Act 27 case,
summary one in name, had all the im-
of a regular suit, as many claimants
in it, and many apparently respect-
nesses had to be examined; and it is
precursor to a big suit to be shortly instituted
behalf of Government. The Government owes
s good fortune chiefly to the exertions of the
a Government pleader Babu Bhup Sen Sing,
we hope the Babu will be amply rewarded
his good services.

ome leading members of the Poona Sarvajanik
ha had been to Calcutta last week on a noble
ion. It is an undisputed fact that litigation
alarmingly increased in this country and is eating
the vitals of our society. Any attempt to ar-
its progress must be held with delight. The
ajanik Sabha took up this subject earnestly
a time back and the result was the establish-
Arbitration Courts in several parts of Bom-
hat justice can be more readily and satis-
y and at the same time far more cheaply ad-
red through these Courts admits of no ques-
The establishment of these Courts must be
re regarded as a move in the right direction. The
gentlemen waited on Sir Arthur Hobhouse last
lay and requested him to have some better provi-
inserted in the amended Civil Procedure Code,
gnizing such Courts and enlarging the power
the arbitrators in this country. Sir Arthur
hobhouse promised that he would take the mat-
into his consideration. The members also saw
ne leading men of the town and proposed to
em for an annual conference of the representa-
ve men of India in Calcutta. The proposal, we
ed hardly say, has our heartiest sympathy. We
ad the pleasure of an interview with the gen-
emen who appeared to be very intelligent,
triotic and thoroughly versed in the moving
pics of the day.

The Englishman, alluding to the petition of certain
soners, released from jail on the 1st January, who
prayed for a pension, remarks that this is a
the Conference at present sitting, ought
to its consideration. The writer is pleased
is possible that the inadequate sys-

kindn
that th
from
shade
violent men to
kind consideration.
to the European is an ex-
ment.

We find the following startling
Bengal Administration Report to hand. Sir Richard
Temple says:—"Under the rules promulgated by
the Government of India with the sanction of Her
Majesty's Government, and in obedience to in-
structions received, I have nominated, for appoint-
ments ordinarily reserved for Civil Servants, two
native officers of high standing, good experience,
and excellent character, who will, I am sure, do
justice to the selection which has been made of them.
This very moderate and limited application of the
principle will not materially affect the position of
those now in the service." So two natives were
actually nominated in Bengal for appointment in the
Civil Service and that with the sanction of Her Ma-
jesty's Government and in obedience to instruc-
tions received. What then became of these nomina-
tions? Did the Government lose heart at the last
moment? Did the boon appear too precious to
part with at the moment of parting? The action
of the Government in this matter reminds
us of the story of a miser, who at the impor-
tunity of a man in distress and the pressure of
his friends, and with great effort on his part, at
last promised to part with a copper piece. The
piece was taken in the right hand and then trans-
ferred to the left and after several such transfers
and at last with a super-human effort he dropped the
piece in the hand of the applicant, but as a
matter of fact it fell into his own pocket!

There is some likelihood of a training school
being formed in Bengal for native foresters and
forest rangers. Sir Richard Temple in his Minute
dated the 21st January last holds out such a hope.
The conservancy of forests is being fast developed
on all the borders of these provinces, in the lower
Himalyas, the Hills of Chota Nagpore, the Chitta-
gong frontier and in the deltaic tracts. The area
of Government reserved forests brought under treat-
ment by scientific and professional forestry has
grown from 120 square miles in 1873 to more
than 3,000 square miles in 1876. The effect of
these arrangements on the supply of timber, of
which such vast quantities are needed in Bengal, will
be felt not so much in the present time, but rather in
future years, perhaps even in future generations. Sir
Richard Temple is of opinion that the work of forestry
is well suited to the natives of these provinces, better
suited to them perhaps for climatic reasons than
to Europeans. He wishes that the men desirous
of entering the Forest Department should receive
a special training at the outset. This, according
to him ought to be of two kinds—first, scientific
relating to botany; second, practical, relating to
forestry. The students first of all must be fairly
well grounded in the elements of botany as a sci-
ence, both systematic and physiological. They
also must know how to handle and dissect plants.
The Botanical Gardens at Calcutta, Sir Richard
thinks, will afford every facility for instructing
the candidates for the Forest Department. The
conservator of Forest will then select one or more
of the Government reserved forests, wherein to
afford to the young men that practical instruc-
tion in the work of forestry which is to form the
business of their lives. In such a place they
will see the application of the elementary sci-
entific knowledge which they have presumably
acquired already. Sir Richard Temple holds out a
good prospect for the young men who will be
thus passed. They will be permanently employed
in the Forest Department, and no men save those
thus passed will be employed in future. Here is
the prospect of a new opening for our starving
countrymen and they owe it entirely to Sir
Richard Temple.

A big and at the same time a scandalous
case is being tried in the court of the Sub-Judge
of Burdwan. Babu Saroda Prosad Roy, the Zemin-
dar of Chuckdige, died, it is said, intestate. One
of his relations named Bindu Babu, however,
produced a will or codicil which he said was left
by the deceased. His widow, who was not near

suit alluded to abo
Sub-Judges' Court. She alleg
produced by Bindoo was a forged
that her adoption of the child on who
the Collector has been fighting is null a
But we have nothing to do with the succes
case, it matters very little whether it is dec
favor of the alleged minor or the widow. What
are grieved to find is that a major part of the estate
income is being eaten up by a single barrister of
the High Court. The estate is said to have an
income of 50 to 60,000 Rs. a year, and Babu Saroda
left 4 lacs of Government securities. This princely in-
come is being swallowed up by barristers and pleaders
who have been engaged by the Collector to defend
the case. Mr. Woodroffe alone has already pocketted
90,000 Rs. as his fees. The case is still dragging its
slow length and the more it progresses
the heavier will the pockets of the barristers and
pleaders be. The wonder is that Government and
the Board have been or should be looking on
and suffer the accumulations to be frittered away
merely for the sake of propping up litigation. We
do not know how far the Collector was justified in
taking up the case in his own hands and identi-
fying it with Government. If the will proves
to be really a forged one, the Collector will not
throw himself but the Government as well,
in a very false position. Be that as it may, the evi-
dent duty of Government now is to step in and check
at least the extravagance of the litigation. The
estate itself, we fear, will be brought to the hammer if
the case continues to be conducted at this nababi
style.

We cannot vouch for the strict accurac
Despatch from the Government
to the Secretary of State, as the man, who, ac-
to his own admission, deceived his master
curing a copy, may have deceived us too:—

My Lord Marquis:—In continuation to our la
patch (Famine No 4 dated 19th Jan. 1817) we de
our duty to lay before your Lordship some furthe
planation regarding the policy that we have ado
in connection with the scarcity which undoubte
prevails in Bombay and Madras. We admit, as
predecessors have always admitted, the duty
saving life in times of scarcity and we have
with the limited means at our disposal, all
could be done on the subject. We have establi
relief centres, as your Lordship is well awar
different parts of the two affected Province
have permitted the merchants to carry as
grain there with a view to profit as they like. M
we have permitted the people of the affected P
to go wherever they like in search of food
their families if they choose, and even w
moveable property that they possess. V
besides given free permission to the people
chase grains as much as they like if they c
them and money to purchase them.

If people could be fed without costing us
we are absolutely certain, we could have fe
more people than we are doing now. But
man in India so fed costs us some money, an
Grace is aware how straightened is the ha
vernment at present. We have had to spe
sum on account of the Delhi d
the minor darbars held in many
India. The Afridees must be pur
which will require a large amount
and these and other considerations ha
to be economical of our resources.
refused to spend money freely, we ha
the wealthier classes of India to fol
and we have assured the public th
would be imposed on this occ
consolation to us, during this awfu
about 30 millions of Her Maj
suffering from starvation,
troubled ourselves about the p
to those of our fellow-s
the limit of the famine tr
But while admittin
vernment to save
forget the fact

and keep only one...
ed will no doubt try to shift
those who do not succeed in doing
starvation are the only persons to whom
is absolutely essential. It is impossible
previous to actual death whether relief is
y essential or not, and we have instructed
e Bombay and Madras Government to confine
their aid to those only to whom relief is absolute-
ly essential.

In conclusion we have to submit that we mean
to be guided by the experience gained in former
famines. It is now evident that for want of
experience, we spent a great deal of money in the
famines of 1874 than was absolutely necessary. We
mean to rectify the error committed in our last
famine campaign and pursue a quite different po-
licy on this occasion. There must be equilibrium
in all the actions of Government. We pursue in
India a policy of repression and conciliation;
despotism and constitutionalism; and it is evident
therefore that we must also follow a policy of
extravagance and niggardliness, and liberality and
cruelty. If we spent during the famine of 1874
so much, it is now, on the principle enunciated,
necessary that we should spend too little.
fattened the ryots of Tirhoot in 1874,
it is but fair and just that we should starve
the ryots of Madras and Bombay in 1877.

— 000 —

If the Eastern affairs of Europe are said to be
complicated, the Western affairs of India present
complications of a still more intricate character.
The problem that the British Government has to solve
is not merely the intellect of the nation which
is the destiny of half of Asia. The British
Minister is just now holding a conference with
the Ameer of Cabul, but there
many disturbing elements in this conference
ordinary degree of diplomacy will be neces-
sary to bring it to a satisfactory conclusion.
Again we have the arch-plotters, the Russians,
and the Khan himself depends upon the British
obedience of his own subjects. The Border
have just tasted blood and plunder and are
becoming unruly, and whatever rule there
is with their clan, the death of the Akhund of
will render them still more lawless if possible,
the Akhund Shaheb is either dead or dying.
The Ameer himself is no longer a staunch friend of
British. Neglected by the British Government,
to obtain his request from Lord Mayo
and sulky, but yet the wholesome dread of
the arms kept him in check. But now the
are pressing him from the other side and
he feels the advantage of his position.
If a true war was avoided in Europe, but it is
unclear whether the peaceful solution of the
question has secured any advantage to
Britain. A European war would have diverted
the attention of the Russians from Asia to Europe
and India time for repose and consolidation.
The quarrel between the Turks and
the Russians would have exasperated the Ma-
homedans against the latter and thus rendered
the British in Mahamulan Asia, at least an
uneasy and suspicious. But above all, a
European war would have emasculated Russia and
would have for a considerable time to come
prevented her from making any advance in Asia.

Britain has no policy to pursue and are
in their dealings with their victims,
the Christians, the subjects of the
British Government. Their sole
policy is the Ameer himself, we are told,
is an equivalent for their re-
turning travellers. The Afridees
could be easily disposed
of by a demonstration or payment
of money. The Ameer's objections
are to keep turbulent
as neither suc-

son discipline be to reform
and not to punish them for
of vindictive feelings, then the jail
system obtaining in this country should be thorough-
ly remodelled. Here criminals are treated more
like a race of wild beasts than human beings. They
are subjected to a sort of discipline which is alike
cruel and demoralizing. This discipline is entirely
English in its nature, and, as such, is hardly appli-
cable to the circumstances of India. It needs no
argument to prove that what is discipline to the fierce
and irrepressible Anglo-Saxon is sheer cruelty
to the mild Indian, and what corrects an Anglo-
Saxon may kill a Hindoo. And yet the
method of correction found necessary amongst the
sterner inhabitants of Europe has been introduced
amongst the weak and sickly inhabitants of Bengal
and other Provinces of India. A score and half of
stripes vigorously applied may cool the warm blood
of the stalwart and sturdy Englishman, but the
same number of stripes to the half-dead Bengalee,
weighing only eighty pounds, may kill rather than
heal him. The Conference has been asked by the Go-
vernment to examine whether the general features
of the English jail discipline will suit the circum-
stances of India, and we hope they will at once
see the difficulties of their adaptability in this coun-
try.

As soon as a prisoner enters a jail, he must
leave behind him all his feelings of delicacy, and
many of those feelings which distinguish a man
from a beast. The clothes he has to wear are of
a peculiar nature. Generally he is furnished with
two pairs of jail manufactured *jangias* and a
korta for each; these with a blanket and a
gunny cloth bedding complete his cold season
suit. The *jangias* is scarcely sufficient to cover
modesty and shame, nor is it a sufficient protec-
tion from cold during the winter, and while in
the hot seasons these clothes are positively un-
bearable. As regards his diet he is fed in the
coarsest rice and *dal* which can be had in the
districts, though, we presume, the jail rule respecting
it is more liberal. And here an invidious distinction is
made between the native and European prisoners.
We alluded to this a few months ago and we shall
again take this opportunity to repeat it. The
native prisoner costs the State he believe one anna
and half per head, but the European prisoner costs
from 10 As. to 2 Rs. The European prisoners
are not only properly dressed and fed, but they
are generally entrusted with lighter works and
are often served by the Native prisoners, who
wash their clothes, cook their food, clean their
closets and do sundry other things. This differ-
ence is justified on the ground that a European
is accustomed to live better and it is nec-
essary for the sake of his health to give him
such food and clothes he is accustomed to. Why
the same principle should not hold good in the
case of respectable native prisoners we are at a
loss to understand. A native however rich and
respectable is fed with the coarsest food,
and though accustomed to live upon the finest rice
and all the delicacies of the country, and though ac-
customed to himself with the best and costliest
dresses, he is made to swallow down the same humble
fare and use the same wretched *jangias*, *kortas* and
blanket which are allowed to the commonest cooly.
The consequence is that the better classes fall
ill of dysentery, cholera and oftentimes die im-
mediately after their entrance into the Jail. Manual
labour, as we remarked sometime ago, may not
be a punishment for a laborer, but manual labor
to an intellectual man, to a man belonging to the
gentleman class never used to labor by the hand
is a punishment which he cannot oftentimes survive.
A respectable and highly intellectual man, and
a common day-labourer are both imprisoned for
one month with labour for committing riot. Both
are employed in dragging the oil-machine, the
laborer no doubt suffers but the gentleman pines
away and perhaps dies. The principal cause of the fear-
ful death-rate in our Jails is the carrying out of this
principle rigorously and the Conference should
direct its attention on this point. A man used to
feed upon table-rice and unused to manual labour has

and cloth
ment is a
tion of 400
or five pri
privies are al
all their feeli
nature. Ofte
ease themsel
of one person tot
with them to use
together at one an
is loathsome to a
lize the criminal po
prisoner must not
few minutes, a
is satisfied or not.
If he fails, he is at onc
required to throw ear
This is an indignity to
caste native would not ea
at last to the whipping
form this abominable wo
to go to privy, in the ni
calls of nature overtake
about it to the warder, t
the policeman, the policeman
the Naibdarga either must c
the duty-man to unlock the
to the Hospital where the u
ease himself and pass the nig
under such circumstances not
their clothes and are caned or
for succumbing to the unavoida

We shall draw the attention
to another question of grave import
to the whipping of the prisoners,
and barbarous punishment which
ding to the prisoners of the gentl
there is scarcely a prisoner, espec
one, who could escape from
The nature and tastes of the Angl
certain points inherently different
the natives of this land. The sig
hardened criminal subjected to crue
shocks the nerves of the Hindoo, b
positive pleasure, an enjoyment aki
sures of the palate, to a certain c
peans. The flogging of the prisoner
pleasure to many Jail Superintendents
is flogged the poor wretch is bound
foot to a *tick tickee* or triangle. The
dent comes every morning and vis
kingdom of which he is the suer and a
ter. His first duty is to try
adjudged to receive 30 stripes, anothe
ther 20 and so on; and thus a number
taken to the triangle. Each stripe
forth blood, or that stripe is adjudged
and while the prisoners are being thus o
the Superintendent enjoys the infinite p
witnessing it. The music of their agoniz
gives him pleasure rather than pain, at
times to augment his pleasure he takes
in his own hands to apply it more vig
Who would not prefer a month's imprisonme
to such lashes upon his bared skin? And y
this sort of punishment is more frequently reso
ted to than any other. Generally the evidence
two persons be they the veriest cogs of socie
is sufficient to secure the whipping of an unfo
tunate prisoner. The new jail code, we are tol
contains upwards of ten thousand rules. The
olation of any one of these rules is visited b
severe punishment. A prisoner, however cauti
and careful he may be, cannot but break o
or other of these rules, and the consequence falls t
ribly upon him. He has failed to do his task wo
and he is at once taken to the *tick tickee* and lash
till his clothes are red with blood. He has
the bettle and the same punishment is a
to him. He has shown some reluctance to
work, and he is subjected to the lashes o
rattan. The jailor, the Naib-jailor, or the wa
has a grudge against a prisoner, and the poor f
is doomed--he is brought before the triangle
punished on this or that pretence. More than
the jail offences are cases of negligence at work
any prisoner can be charged with this offence at a
time by his prosecutor. Tobacco is another source
a prisoner's persecution. The jail rules prohibit th
use of tobacco, but smoking is as much necessar
to many as food itself. The passion of smoking
so strong with the prisoners that no amount o
punishment could deter them from indulging in
it. Whip a prisoner for smoking and a few hours
after you find him busily employed in devising
plans for procuring the forbidden drug. Put
the heaviest iron on him, lock-him up in the most
dreadful solitary prison, employ him in dragging
the oil machine or the tread-mill, reduce
his diet and keep him on half ration, and
he will prefer all these to his being deprived of
the pleasures of his *chelum*. Dr. Mouat than who
a greater authority on jail matters cannot b
came to the conclusion, after year's experi
the prohibition of the use of tobacco wa
with much mischief, and he accorded

The Chief Justice—I am... believe that you are, Mr. Mayhew, and that it is not your memory which is at fault.

Mr. Mayhew—I think your Lordship has gone beyond your judicial duty in speaking in such a manner as that.

The Chief Justice—This, I am compelled to say, is the result of the whole facts before me,—that I believe this was a case of sharp practice, and that it was taken to another Judge because you thought an order would be obtained more easily from him, I have no doubt about it.

Mr. Mayhew—That observation—

The Chief Justice—If I had a doubt, or even a shadow of a doubt, I would act on the rule that counsel's statement is to his impressions ought to be accepted; but there is a limit to the rule, that a Judge is not wholly to abandon his memory or the elements of honor.

Mr. Mayhew—I say these observations are entirely and utterly unworthy of your Lordship's previous character.

The Chief Justice—I am very sorry to say as a member of the Bar, that your conduct has been discreditable to the Bar.

Mr. Mayhew—I must say again, with respect to the Bench—

The Chief Justice—It is quite impossible you could have been under the impression that you say you were.

In the case of Balaki Gir, a prisoner sentenced to transportation for life by the Sessions Judge of Sarun for the offence of having murdered his wife's paramour while caught in the very act of adulterous intercourse, the High Court (Justices Kemp and White) have passed a sentence of six months imprisonment. We give below the remarks of the High Court:—

After reading the evidence, we are of opinion that the accused is not guilty of an offence under section 302. The case clearly comes under the exception I of section 300 of the Penal Code. The accused was deprived of the power of self-control, by grave and sudden provocation. The deceased was caught by the accused in the very act of committing adultery with the wife of the accused. The provocation was grave and sudden enough to prevent the offence from amounting to murder. We convict the accused under the provisions of section 304 of the Indian Penal Code, and, taking all the circumstances of the case into consideration, we sentence the accused to six months' simple imprisonment; the sentence to commence from the 12th September 1876.

The above decision, we need hardly say, has the warmest sympathy of all right thinking men.

A European sportsman had a marvellous escape from the jaw of a tiger. We cull the following from his letter which has been published in the *Englishman*:—

All of a sudden, however, the dog ran up, howling furiously, and H— shouted "There he is; look out." I kept my eye on the brute, and tried to grasp my gun; but, instead of grasping it, I knocked it down, and hadn't a chance of picking it up again. Two short bounds, almost as if I were a tigress, and she was on top of me, holding me by the wrist and hand (fortunately she had no claws) and attempted to drag me outside, moving me as if I were a sack of flour. I expected every moment a shot to pass through my side, and I was relieved to see the muzzle of the gun on either side of me and relieve me, and didn't have a chance of dragging me, but followed it up quickly. The tiger's paws got down in the dip from the verandah, and I have thought I was going to attack it, as it scratched my face with one paw, and then put its mouth on my chest. Every instant I expected my head to be cut off, although it still held on to my wrist. I called out at the top of my voice—"Come here, won't some of you come to my assistance." I heard a reply from H—"Good God! what is he at? Hold hard a moment"; and in the next moment I saw the bayonet pass me, then the muzzle of the gun, and the animal let go my hand at the door, when it made a second attempt to enter; but it was so weak that I was enabled to push it out, when it struggled to the outside, and gave

at which Mr. ... late Government ... nces, held,

baggage are not ... starving mob attacks ...

master, who, together with other employes, shut himself in the station. The mob then looted the grain from the waggons on the Bellary branch line. Some time since the Permanent-way Inspector's bungalow was unsuccessfully attacked with the same object. It is reported that the Bellary and Gudduck railway is to be commenced as famine relief works. Some say of the Tungaboodra canal, forty miles long, which is estimated to cost millions. About twenty-five per cent. of cattle have died in the Bellary Collectorate. Deaths here are not so large. No deaths from starvation are reported yet, but strict orders are issued to cut down the relief works as low as possible. The following are the rates here:—Men two annas, one anna and three pie for a woman, nine pie to children. Two lakhs of people are on the relief works in this Collectorate, mostly on task work. Fifty miles of road are under construction, and twenty irrigation works."

The Lucknow Witness remarks on the Delhi Assemblage:—

Now that the dust and smoke of the Delhi Assemblage have been in good measure cleared away, and people can see more clearly what it all meant, it is becoming plainer that the result of it, so far as the princes and people of India are concerned, is largely disappointment and chagrin. Doubtless they expected too much, more than there was any design to give, more probably than could be given with safety. Nevertheless it is not well to raise expectations that must inevitably fling to the ground, and that is what the Assemblage seems to have done.

Whatever steps may be taken hereafter to prove that the Empress will be a better ruler to India than the Queen has been, the impression thus far made is, that she will simply be a stronger ruler. The Native Princes have been very plainly told, that their authority is merely nominal, and that the real power throughout the whole of this land is lodged with the Viceroy and his superiors. This has been a bitter pill for them to swallow, even though coated with as much sugar as could be conveniently stuck on.

But it has gone safely down, and our rulers wanted nothing more or less than that. The wisdom of the policy, however, yet remains to be seen.

With slaves of artillery, which seem to have startled the assembled Plenipotentiaries, who inquired, with amazement, what the sounds might mean, the new Turkish Constitution was proclaimed on Saturday, Dec. 23, at Constantinople. The Constitution is substantially as follows:—

"While the Sultan is to be a constitutional sovereign, irresponsible and inviolate, the liberty of his subjects is also to be inviolate and guaranteed by the laws. Although Islamism will be the religion of the State, it will have no other distinction or theocratic character. The Press is to be free, and elementary education compulsory. All subjects of the Sultan, whether Mussulmans or Christians, will be equal in the eye of the law and eligible to public offices. The taxes are to be equally distributed, property is to be guaranteed. The proceedings of the law courts will be public; prisoners may be defended by advocates; and the judges are to be irremovable. A Chamber of Deputies and a Senate are to be established. There will be one deputy for every 100,000 inhabitants, and the votes will be taken by ballot. No tax will be imposed or levied except by virtue of a law. The Ministers themselves are to be responsible. The Chamber of Deputies may "demand" their impeachment, and they may be tried by a high court. If they should be defeated on any important question, the Sultan will change them or appeal to the country. Public officials are not to be dismissed without legal and sufficient cause; and, on the other hand, they may not shelter themselves under the orders of a superior if they break the law."

Nothing can be more liberal than the reforms promised. They amount to nothing less than a scheme of constitutional Government as free and as enlightened as that of England herself. But while the half-civilized Turkish Government is going to grant such a liberal constitution to its dependent and subject countries, it is a significant fact that the enlightened British Government

George Ca

German Gazette of Vienna
losses of the Servian Army during
Turkey at 21,000, including killed
There are still nearly 4,000 sick
the Servian hospitals.

A scientific discovery of immense importance to the iron industries in England has been made by Professor Barff, of the London University. He claims to have hit upon a process of treatment so as to prevent corrosion under any

According to recent discoveries ozone is generated in immense quantities in plants and flowers, such as mint, lavender, &c. It is the belief of chemists that districts can be freed from the deadly miasma by simply covering them with

The following notice has appeared in the *Times*:—

On Friday, the 5th of January, and on the following days, it is proposed to issue a special Edition of *The Times*, price 2d., containing a special or permanent interest in editions of the six days, and printed in a form suitable for binding as an annual volume, or for postal transmission abroad. It is believed that the facilities thus afforded for presenting a convenient and permanent shape an immense amount of valuable and interesting information, at present confined to the brief life of a daily newspaper will be duly appreciated by the public. The difficulties also of constantly rising and heavy foreign and colonial postage charges will be reduced to a minimum, while an admirable new method for advertising will be created.

A contemporary says:—"The Viceroy's Proclamation speech has heavily disappointed us. The sentences are all well turned, the compliments very nicely honied and almost too profuse, the sentiment beautiful, and the general principles magnanimous and, upon the whole, wise and laudable. But of the old invertebrate order, to which have belonged nearly all the gracious speeches and flowing pronouncements of Her Majesty's representatives for the last twenty years. We look in vain for any backbone of performance to give the speech substantial weight. It is a mere mellifluous river of words, too shallow to float those substantial acts of Imperial government and policy, towards the people which expectant stood on tiptoe to welcome. The speech has nearly as possible, killed the hope we have hitherto cherished."

ACKNOWLEDGEMENTS
SUBSCRIBERS
M. A. Masillawany Moodliar Esq.
Venkatrao Wishwanath Jaglekar Esq.
Messrs. Paul Auschityky & Co., Akya
L. Struninasa Chari Esq., Salim
P. Narasim Halu Naidu Esq., Salei
Siv Sankar Sinha Esq., Gopalgunj
S. P. Pandit Esq., Rajkot
C. Cooposawmia Esq., Coimbatore
Secy., Mudebihal Library, Kaladgi
Ram Chandra Krishnarao Kathavale
Manokji Cawas Entee Esq., Kaira
Majmeedar Vijayashanker Manishankar
Kokury Esq.

remarks
ent of India occupies
to that of Turkey. It
a differing in race and in religion from
minority. Like the Porte, also, it exer-
ers over territories only half-subjected.
ts of circumstances out of which grave
ht, under the new European conception of
rise. Supposing the Sikhs were to de-
reign rule, the attitude which the European
retofore held would be one of pure nonint
Sikh or a Mussalman rising took place,
international law would have precluded ex-
ents from any utterance of sympathy for
and Kukas have hitherto been left by ex-
to their own resources, precisely as the anti-
were left. All Europe would have denounced
had operated from her settlements within
ort any one of these internal movements. The
a of such support would have been accepted
h Government as an act of war. Turning from
aces to the feudatory Powers in India, what
y if the Portuguese from Goa, or the French
claimed to assist at the settlement of any ques-
ending between us and the Nizam? Yet, the
f the Nizam lie half-way between Goa and Pon-
these little local Governments are closer neigh-
darabad than we are to the Porte.
ly, many circumstances exist which ren-
ana'ogy between the Ottomans in Turkey
English in India incomplete and the chief
is that the English rule without the aid
European Powers.

Pioneer's special correspondent at Trichino-
graphs as follows :—
Richard Temple left Bellary on the 18th, Spent
at Cuddapah, the 20th at Vellore, and reaches
a to-night.
Cuddapah, there are a hundred and ninety-five thou-
people on the relief works, out of a total population
twelve hundred thousand; and one thousand fed
itously. Rice is thirteen, jowari fifteen, pounds per
e. Supplies are abundant. There have been some
riment importations. Fodder and water are scarce.
re is a good deal of cholera about, but the people
in good condition. In Vellore there are thirty-eight
sand on the works, out of a population of two million
en thousand. The labourers are in fair condition,
somewhat pinched. Rice is fourteen pounds per rupee,
plentiful; jowari is little used, being scarce; raggee,
teen pounds per rupee. The supplies are sufficient,
e active; no Government importations; water diminish-
but wells abundant. Much of the land is irrigated,
a four-anna crop is anticipated. Cholera not very
; cattle fairly nourished, but fodder scarce. The general
arance of Cuddapah is less desolate than Kurnool
Bellary. Vellore and Coimbatore districts look pros-
us, but the rail passes through the best parts. Four-
crops expected. At Coimbatore, twenty-five thousand,
population of one million and three-quarters, are
wari eighteen poughs; plentiful.

pendant of the *Englishman*
msel of Elgin has recently
hman. The lady has long
f speculating on the stock
er to be in the *mode*, has
ready married, she failed in
on of a married man in her
and has consequently, run off
rather than be out of the

Works Department is said
ng famine relief works all
ad State, and has already
several thousand people.
District, in which the

making the... has got the start
of us, and she deserves no small credit for giving
the lead. She has also a better staple to work
from. But Calcutta is doing her best to make up
for lost time, and cotton spinning is rapidly be-
coming a great leading industry on the Hughli.

Banda, in the North Western Provinces, seems
to have got a Dy. Collector of the Kirkoodian
type. A correspondent writes in regard to this
Muffsil Hozoor :—

Some cloth had been purchased for the flags requisite
on the memorable 1st of January, when the *tamasaha*,
in connection with the Queen's Proclamation, was held,
and for the price of this, the Municipal Sub-Overseer waited
on the Deputy Collector, who has charge of the disburse-
ments on this account. That officer doubted the sub-
overseer's statement, and stated that Mr. Norman, a Police
Inspector (who had also a finger in the pie), had procured
cloth at a much cheaper rate; the sub-overseer desired
that enquiries may be instituted when it would be found
that he had not *over-charged* for the article. On this Mr.—
lost temper, collared the poor man in the treasury room,
attempted to strike him, and heaped upon him epithets as
ill-becoming the dignity and position of Deputy Collector
as unbecoming the character of a gentleman.
This model Dy. Magistrate is also said to be
notorious for his abuse from the bench, and neither
plaintiff nor defendant can hope to escape from his
scathing *galee* if once they have the misfortune of
appearing before him.

A meeting of the members of the Bombay Bar
was called for Monday before last to consider the
severe censure passed on Mr. Mayhew by Sir M. R.
Westropp, the Chief Justice. The meeting was
to be open to barristers only. Neither attorney
nor gentlemen of the press were admitted
into the room of the library. A local contemporary
states that the general feeling seems to be that
the Chief Justice's censure on the learned counsel
was severe beyond what the facts warranted :
the majority of the bar, as well as of the attorney,
express sympathy for Mr. Mayhew under the
circumstances. A meeting of some members of
the bar was held on Sunday evening at the residence
of the advocate.

The number of lady doctors is on the increase.
No fewer than forty lady medical students are at
present studying in Paris. Of these fourteen are
English. The other are American, French and
German. Several more have already taken M D
degree, and are now practising their profession.

Lord Salisbury will have some valuable patro-
nage to dispose of on his return from Constanti-
nople. Three members of his Council at the In-
dia Office are retiring, and their places have to be
supplied. They are—Sir Henry Montgomery, the
last of the original Council as constituted in 1158 ;
Sir Bartle Frere, who will soon be starting to
govern the Cape, and Sir Edwin Johnson, who is
to succeed Sir Henry Norman, as military mem-
ber of the Governor-General's Council. Sir Henry
Montgomery's retirement will leave the Secretary
of State's Council without any representative for
Madras, but the vacancy will be filled by the Hon'ble
Mr. Robert Ellis.

The *Statesman* has received the following alarm-
ing telegram from Lahore, dated the 23rd Jau-
ary, 1877. —

ment academy... in
reply, expressed himself gratified by what he had
heard, after which Mersi Hisam Toksaba, the spe-
cial ambassador accompanying the Princes, assured
his Majesty of the eternal and devoted attachment
of the Khan.

The Editor of the *Rangoon Gazette* appears to be
a little too bold. He naively writes :—
That most important information is surreptitiously obtained
from the Government offices is admitted, and we confess
candidly to the fact that we paid Rs. 250 per mensem to
the most trusted Native clerk of Sir John Lawrence in the
Foreign Office, and thereby secured intelligence of a very
interesting and important character. As to the honesty of a
such a proceeding we say nothing, simply because the ab-
surd reticence of the Government compelled journalists
in Calcutta to obtain early information by the best means
at hand, without being too nice as to the nature of the means
by which this was done.
Does he not, by bribing a Government servant, make
himself liable to punishment under a certain sec-
tion of the Penal Code.

The *Indian public Opinion* supplies us with the
following items of important Frontier news :—
The Ameer of Cabul provided Syud Nur Mahomed Shah,
Prime Minister of Cabul, now at Peshwar, with Rs. 20,000
cash on his departure from Cabul, which he ordered him
to dispose of on his way, in rewards to the Frontier tribes,
and exact from them promises of aid in time of need. The
minister has been consequently making halts at different
places and distributing rewards and Khelats among the
various tribes, who have, it is said, sworn to defend the
Amir's territory with their lives and taken oaths to act
under his instructions. Nuroz Khan, the well-known free-
booter, has also received promises of pardon from the Amir
and of appointment in some high post in case of his desist-
ing from his unworthy occupation.

It is also a fact that the Government of Candahar under
instructions from the Amir, has despatched a force to Khe-
lat, for the purpose of keeping strict watch on the Amir's
territory.
The Governor of Herat has received contingents from the
Amir, to enable him to defend himself from all dangers.
Forces have also been despatched to Kurug and a canton-
ment formed by the Amir's orders, at Khehat in Kurum.
In short His Highness is deeply engaged in prepara-
tion and works of self-defence.

The same Paper has also the following on the
same subject :—
We do not believe that Government really means to
fight, though it may be eventually driven into an expedi-
tion. In our opinion the extensive preparations which have
been made on the Frontier had two objects : the first to
be ready in case of a war between England and Russia,
and the second to frighten the Amir of Cabul, in which
latter object we have thoroughly succeeded. We do
think that the Government intend to fight the
present, but they may be forced to take this
most extraordinary rumours are afloat, but our
depend on it that nothing, and certainly not an
pedition, has been determined on. Probably
Pelly, accompanied by Dr. Bellew, will go at or
with an escort of 50 to 100 men, taking the re-
sume, *via* Kohat. No Chief Commissioner will
be appointed on the Frontier till his return, and
bility the matter will not be settled until S
retires, which, we hope, he may not do till next
Lord Lytton is said to have expressed himself
interference with the Frontier tribes, much to
of the Commander-in-Chief, we presume, wh
Peshawur to meet the Viceroy when he was at
they dined together alone and are said to h
Frontier matter till two o'clock in the morn
there is much to justify Sir F. Pollocks
If we, for instance, had never asked leave to
road through the Kohat Pass, we might have
peace with the Afridis, and perhaps after
only a real convenience to officers going on
mere. Perhaps, also, if Captain Cavagn
suaviter in modo... Chiefs on
his side separ
apparent

আবার উহা ধন ধন্যে ও লোকে পরিপূর্ণ
দেশে এক একটা বাড়ি জলপ্লাবন উপস্থিত
একটা মনান্তর উপস্থিত হয় আর বোধ হয়
দেশ গেল। কিন্তু কার্য সে সমুদয় অনিষ্টের প্রতি-
বিধান হয়। কিন্তু যে দেশে আত্মকলহ উপস্থিত হয়,
সে দেশের পতন কেহ নির্ধারণ করিতে পারেনা।
৫৬ কোটি বছরব্যাপী ইহা উচ্ছিন্ন গেল। পাণ্ডবের
পতন আত্মকলহ হইতে আত্মকলহ না হইলে মুসল-
মানেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না, আত্ম-
কলহ না হইলে ইংরাজেরা এখন হিন্দুদিগের অধীনে
শাকিতেন এবং মকদ্দমা আমাদের এই সর্বনাশ
করিত না। মকদ্দমায় যদি কেবল শাস্তি প্রার্থনা
আলয় হিন্দু পরিবার বিবরণ করিয়া ক্ষান্ত হইত যদি
হিন্দু পতি, পত্নী, পিতা, পুত্র, সহোদরের সমুদয়
স্বৈর পাশ্চাত্যদের করিয়া ক্ষান্ত দিত, ইহাতে যদি শুদ্ধ
নির্দোষীর প্রাণ দণ্ড হইত ধার্মিকের সর্বস্বান্ত হইত,
পিতার হস্তে পুত্রের প্রাণ বিনষ্ট হইত, পত্নীর দ্বারা
পতির ধ্বংস হইত, ভ্রাতৃদ্বারা ভ্রাতাকে চিরকারাবাস
করাইয়াই ক্ষান্ত দিত তাহ হইলেও আমরা তত দুঃখিত
হইতাম না। যদিও ইহা দ্বারা কোটি কোটি মন
তপস্যার দ্বারা হিন্দু জাত জগতে যে মধুর ভাবের
আবির্ভাব করিয়াছিলেন তাহার লোপাপত্তি করিত
তথ্যচ অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনা করিলে ইহা দ্বারা
হিন্দুকুল অপদস্থ হইতেন না। যে আত্মরিক ভাব
পৃথিবীর অন্যত্র বিরাজ করিতেছে হিন্দু পরিবারে নয়
তাহাই বিরাজ করিত। কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা কেবল
পরাদীনতা শৃঙ্খলে চির আবদ্ধ হইতেছি এরূপ নহে
আমরা উচ্ছিন্ন হইতেছি। যে জাতির শাস্তি ও ধন
না থাকে আবার প্রবল বিশ্বাসী ও ভিন্ন জাতি যে দেশের
রাজা সে দেশের রক্ষা কোন কালেই হয় না। এই
নিমিত্ত আমাদের বিশ্বাস যে যদি আমরা কোন গতিক
দেশের মধ্যে মকদ্দমার স্থিতি প্রতিরোধ করিতে পারি
তাহা হইলে দেশের অনেক বিপদ দূর হইবে।

আমরা মকদ্দমা করিব না এ প্রতিজ্ঞা করা
আমাদের বৃথা। বাল্য বাঁধে পদ্মার বেগ প্রতিহত
করা যায় না। এ প্রতিজ্ঞা করিলে রক্ষা হইবে না।
তবে আমরা মকদ্দমা করিব, কিন্তু আদালতে যাইব
না, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি। এদেশে
পূর্ব কালে পঞ্চাশত দ্বারা বিচার সমাধা হইত। কিছু
দিন পূর্বেও এদেশে অনেক মকদ্দমা শালিশ
দ্বারা নিষ্পত্তি হইত। আমরা যত্ন করিলে দেশে
আবার এই সুপ্রণালী প্রচার করিতে পারি।
এখন বটে আমাদের মধ্যে পূর্বের ন্যায় পরস্পর
পরস্পরের আস্থা নাই। কোন স্থানে একটা লোক
নাই বাহার উপর সকলো সমার ভক্তি আছে। এখন
পরমগুরু পিতাকে কেহ কর্তা বলিয়া গ্রাহ্য করেনা
তখন অপরকে কে কর্তা বলিয়া গ্রাহ্য করিবে। কিন্তু
এটি সত্য যে সকল স্থানেই প্রায় কর্তার মত দুই একটা
লোক এখন আছেন এবং এটি সত্য এখনও শালিশ
দ্বারা অপেক্ষাকৃত সুবিচার হয়। গবর্নমেন্টও এটি
এক রূপ স্বীকার করেন। এই নিমিত্ত জুরি স্যাসেমর
ও বেথ মাজিষ্ট্রেট দ্বারা তাহার বিচার করা যাই থাকেন
এবং এই নিমিত্ত চিফ জজিষ্ট গার্খ সাহেব মফঃস্বলে
আপনিগে টবেঞ্জের স্থিতি বরিবার প্রস্তাব করিতেছেন।
সময়ের গতিতে মনুষ্যের মনের বেগের পরিবর্তন হয়
এবং এই পরিবর্তনের সময় জগতও মনুষ্যের নিকট
নূতন বিচার ধারণ করে। এদেশীয়দের এখনকার
মনের বেগ রাজবিচারালয়ে গমন করা। ইহাদের
ইহা বিচার কোন বিষয়ে তৃপ্তি হইবে না। কিন্তু যদি
সৌভাগ্য ক্রমে মনের বেগের আবার পরিবর্তন হয়
তাহা হইলে আবার ইহার বিপরীত ভাবের আবির্ভাব
হইতে পারে।

সংসারের যেকোন বিপদ তাহাতে

ইহার দুইটা আপত্তি হইতে পারে।
ইহার প্রতিবাদী হন কি না এবং দেশীয়
সম্মত হন কি না? এখন পর্যন্ত গবর্নমেন্ট ইহা
বাদী হন নাই প্রত্যুত ৮ আইনে শালিশী
ব্যবস্থা আছে। আমরা শুনলাম নূতন যে
আইনের কার্য বিধিবদ্ধ হইতেছে তাহাতে ইহার
সুবিধা করা হইবে। তবে গবর্নমেন্টের ইহা
বাদী হইবার সম্ভব। বিচার সময়ে গবর্ন-
মেন্টে একটা প্রবল শালিশ রহিয়াছে। এ
থাকতে দেশের সকলেই সশস্ত্র। আ-
দালত বিস্তার আয় হয়। গত বৎসর কোর্ট বি-
গবর্নমেন্টের ৩১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।
যদি আমরা শালিশী বিচার এদেশে প্রচলিত
পারি তাহা হইলে পরিণামে গবর্নমেন্ট
পারেন। পুনর সার্বজনিক সভার দ্বারা
অনেক গুলি এই রূপ শালিশী বিচারালয় স্থাপ-
না হইবে এবং গবর্নমেন্ট তাহাদের পোষকতা করিতে
মোকদ্দমা দ্বারা দেশ উচ্ছিন্ন হইতে দেখিয়া
পুরুষেরাও কিছু ভীত হইয়াছেন। তাহার
অনেক সময় এই রূপ সঙ্গণ দেখাইয়া
গবর্নমেন্ট যদি বাদী হন সে পরের কথা
আমাদের দেশের মঙ্গল অমুষ্ঠানে বিরত
চিত। দ্বিতীয় আপত্তি এখানে এরূপ বিচার
প্রচলিত হয় কি না। এবিষয় পরীক্ষার উপায়
করে। বোম্বাইয়ের সামাজিক অবস্থা আমায়
অপেক্ষা শোচনীয় কিন্তু সেখানে ইহা কৃতকার্য
হইয়াছে। আমাদের এবিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার
একটা ভরসা আছে। আঘাতের ফল প্রতিঘাত।
দের মোকদ্দমা করার উন্মত্ততার পরাকাষ্ঠা হই-
এখন অনায়াসে ইহার প্রতিঘাত হইতে পারে।
দের একটা ভরসা যে মকদ্দমায় যিনি জয়ী হ-
ইহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং যিনি পর-
তা হইবে ক্ষতি হয়। সুতরাং ইহা দ্বারা লোক
জর্জরীভূত। সুতরাং এখন এবিষয়ে
উদ্যোগ করিলেই আমাদের ইহাতে কৃতকার্য
সম্ভব।

পূর্ব বাঙ্গালার রোদন
পূর্ব বাঙ্গালার কাতরোক্তির
সমতা হয় নাই, এখনও সেখানে
রবে গণগণ আচ্ছন্ন করিতেছে।
রোদনের ন্যায় কেবল তাহাদের
হইতেছে। যে কাতর স্বরে
তাহাতে এখনও হিন্দু জাতির
নাই, এখনও বঙ্গবাসীরা পুষ্টি
মহামারীর নিমিত্ত অশ্রু নিষ্ক্ষেপ
তাহাদের হৃদয়ে ককণার উদয় হয় নাই।
হিন্দু জাতিকে এরূপ দুর্দশাঘিত করিবেন
কখন স্বপ্নেও ভাবিয়া ছিলাম না। দক্ষিণ
হইতে আনাড়িগকে একজন লিখিয়াছেন
পরিবারে ২২ জন মনুষ্য ছিল। ইহা
হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, এক জন সমুদ্রে
সন্দিপ দ্বীপে গিয়া প্রাণ রক্ষা করে। এখন
উপস্থিত হয় তখন আমি এক খানি নৌকায়
নৌকা জল মগ্ন হইয়া আমার সঙ্গী সকলেই
করে, আমরা ১৫ জন এক নৌকায় ছিল।
তরঙ্গাঘাতে একটা স্কন্ধের উপর পড়ি তাহাতে
প্রাণ রক্ষা হয়। তরঙ্গে আমরা পিতা, পুত্র
পুত্রের মৃত্যু হয়। অপর ২ জনেও এই রূপে
পতিত হয়। আমরা এই মহা প্রলয় হই-
রক্ষা পাই। গত ১৫ দিনের মধ্যে
ইহার ২ জনে হইয়া

অবশিষ্ট

মুক আক্রান্ত
উঠে। শরী-
যুগপৎ নানা
রক্ষা করাও
নিমিত্ত অনেক
পক্ষে নিরাশ
ক্ষয় হইতেছে,
আত্মকলহ
ধন শূন্য হইয়া
হইতেছে। ইহার
উপস্থিত হইলে সে
মহত্ম স্বর্ষ্যোদয়।
ত্যাগ করে না এবং
পরিত্যাগ করেনাই।
দক্ষিণসাবাজপুরের যে
নিবারণের নিমিত্ত
হইলে তাহা প্রতি-
নিমিত্ত এখনও যত্ন
দাদী হিন্দু জাতির
ক ইহাদের জীবন
থাকেন না,
সেই আশায় জীবিত
শা বিপদের কাণ্ডারি।
পুরুষেরা পতিত হিন্দু জাতির
দেখিয়া হাস্য করিতে পারেন,
আরা অতিশয় বিজ্ঞ তাহারাও
দেখিয়া হাস্য করিতে পারেন।
তির নিকট এই আশা অমূল্য রত্ন,
আশা অবলম্বন করিয়া অনেক সময়
সন্তাব করিয়া থাকি। হয় ত এরূপ
গরণে রোদন হয়। বিলাসভোগ
উদাসীন করে না, মাদক দেবনে
শোক তাপ স্পৃহা প্রভৃতির বর্হভাগে
না, মুমূর্ষাবস্থায়ও এই রূপ শোচনীয়
হয়। যাহার কখন কোন উৎকট রোগ
নই ইহা অনুভব করিয়াছেন। যখন রোগ
ইন্দ্রিয় সমুদয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে,
বসন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আমর মৃত্যুর
করিয়া আর হৃৎকম্প উপস্থিত হয় না,
মায়ীর স্বপ্নের অশ্রু পূর্ণ নয়ন দর্শন করিয়া
দয় বিদীর্ণ হয় না, জীবন রক্ষার যত্নের প্রতি
হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয় না। হিন্দু জাতির
মুর্ধ অবস্থা। এখন ইহাদিগকে উত্তেজনা করা
দুর্কর কার্য। আমরা ইহা জানিয়াও পুনঃ পুনঃ
প উত্তেজনা করার যত্ন করি। সাধনা ভিন্ন রত্ন
না। সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়।
ব বিশ্বাস যে কায়মনোবাক্যে যদি নিঃস্বার্থ
করা যায় তবে দেশ অবশ্য উদ্ধার
এখন দুর্কর বোধ হয় তাহা নিমিষে
কোন নূতন প্রস্তাব করিতেছি না।
পুনঃ পুনঃ করিয়াছি। আমাদের
মোকদ্দমা দ্বারা যত ক্ষতিগ্রস্ত
গ্রস্ত আর কিছুতেই হইতেছে না।
নাশ্তিকতা মদ উৎকট রোগে
না, মোকদ্দমা দ্বারা দেশ উচ্ছিন্ন
দক্ষিণ সাবাজপুর

কা।
 হস্তপতিবার।
 ম গেল।।
 াকের অধিকাংশ নিজ
 ধকাংশ লোক শোকে
 জানি যে দেশের যেরূপ
 াদের আর পরের নিমিত্ত
 াদের ধন নাই, জীবনী
 স্বার্থ করুক আমরা জড়ী-
 নিজেই লইয়া আমরা দিন
 ছি যে পরোপকার, দেশ-
 াদের দেশ হইতে অন্ত-
 শর এরূপ অবস্থা, যে দেশের
 এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী,
 জার স্বার্থ স্বতন্ত্র, যে দেশে
 ত্বিতর আধার, এবং প্রজার
 া রাজপুরুষকে সন্তুষ্ট করা, সে
 শার কথা বলা অরণো রোদন।
 শ্চম অঞ্চলে মনান্তর উপস্থিত হয়
 যাই এই কষ্টের কথা শ্রবণ করেন
 দান করেন। যখন উড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ
 বঙ্গবাসীরা অজচ্ছল অন দান করেন
 ক্ষিত ব্যক্তিকে প্রদান করেন। সে
 লোক দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত কত
 াঁহার আপনাদের অবস্থা বিস্মৃতি
 টর নিমিত্ত এই রূপ কাতর হন, যাহারা
 ণে জালে জড়ীভূত করিয়া পরের দুঃখ
 মুখের অমের দ্বারা পরের ক্ষুধা নিবারণ
 দের মধ্যে আর এক দৈবদ্রুতি পাক উপ-
 ণ সাবাজপুরের এবং তদঞ্চলের ব্যক্তি
 টর কথা শুনিলে পাষাণ বিদীর্ণ হয়।
 িবন ও বাত্যা উপস্থিত হইয়া মহত্ৰ মহত্ৰ-
 সান্ত হয়, মহত্ৰ মহত্ৰ লোক আত্মীয় স্বজন
 বিরহে কাতর হয়, কিন্তু এখানেও তাহাদের
 নীমা হয় নাই। জল প্লাবনের পরে
 অম ও জলাভাবে যৎপরোনাস্তি কষ্ট
 পায়, তাহারা রক্ষা নিম্নে বাস করে। কিন্তু এখানেও
 তাহাদের কষ্টের সীমা হয় নাই। তাহাদের অর্ধেকের
 অধিক সমুদ্র গর্ভে গমন করে, যাহা অবশিষ্ট থাকে
 তাহার কষ্টক অনশনে ও পিপাসায় প্রাণত্যাগ করে,
 কতক অনাচ্ছাদিত অবস্থায় হিম রৌদ্র সহ্য করিয়া
 প্রাণত্যাগ করে। এই উপযুক্ত পরি বিপদ হইতেও কতক
 লোক রক্ষা পায় এবং যাহারা রক্ষা পায় ওলাউঠায়
 তাহারা বিনষ্ট হইল। আমরা গতবারের পত্রিকায়
 এ নমুনে দুই খানি পত্র প্রকাশ করিয়াছি। পত্র
 প্রেরকেরা কি ভয়ানক বর্ণনা করিয়াছেন। যখন উত্তর
 পশ্চিমাঞ্চলে অনারক্ষি দ্বারা মনান্তর উপস্থিত হয় তখন
 মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ এই বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র
 পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি অম ও জলাভাবে
 লোকে কি রূপ কষ্ট সহ্য করে তাহার বর্ণনা করেন।
 এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেকে প্রতিজ্ঞা করেন যে
 যতক্ষণ সাধ্যমত তাহারা এই অম ও জলাভাবে মুমূর্ষ
 ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করার যত্ন না করিবেন ততক্ষণ তাঁহা-
 রা নিজে অম ও জল গ্রহণ করিবেন না। অনেকে বোর
 পিপাসাতুর হইয়াও তাহাদের কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া
 কষ্টে জল পান করিতে পারেন নাই। অনেকে জল পান
 করিতে তাহাদের কষ্টের অথা শ্রবণ করিয়া মুখের জল
 দূরে নিক্ষেপ করিয়া রোদন করিয়া উঠেন। উড়ি-
 য়ার দুর্ভিক্ষ সময় ও লোকে এই রূপ পরের দুঃখে
 অস্থির হন। পরের দুঃখের নিমিত্ত যাহাদের হৃদয়
 কষ্ট বিদীর্ণ হয় তাহারা যখন আমাদের পত্র প্রেরক-

বেন আমরা সেরূপ আশা করিতেছি। একজন পত্র প্রে-
 রক ওলাউঠার যে বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহা আবার
 এখানে প্রকাশ করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন “এমন
 গ্রাম নাই, এমন বাড়ী নাই অতিসার না আছে। কোন
 বাড়ী এক কালে উচ্ছিন্ন গিয়াছে। বর্ষানদি খানার
 এলেকার এবং তালতলিতে এই ক্ষণ আর গোর দেয়
 না। লোকে হাটে গেলে আর ফিরে আইসে না,
 এরূপ কামা অনেক স্থানে শুনা যায়, বাপুরে, বন্যাতে
 বাঁচলি কিন্তু হাটে গেলি আর ফিলি না। বরিশাল
 কিম্বা স্থানান্তর হইতে নৌকা কেয়া করিয়া সাবাজ-
 পুরে আনিতে পারা যায় না, কেহ স্বীকার করে না।
 ডাক্তারেরা ভয়ে সেখানে গমন করিতে অস্বীকার
 হইতেছেন। পোলিস ভয়ে কর্ম পরিত্যাগ করিতেছে।”
 এদেশীয় লোকেরা যখন সাবাজপুরের এই রূপ কষ্টের
 কথা শ্রবণ করিবেন, যখন শোকাকুলা মাতা,
 শোকাকুল পিতা, অনাথিনী রমণী প্রভৃতি এই কথা
 শ্রবণ করিবেন, যখন লোকে মনে মনে অশ্রুভর করি-
 বেন দক্ষিণ সাবাজপুরের লোকেরা কি ভয়ানক
 অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে, শত শত পরি-
 বারের কর্তা, গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা, জামতা,
 সকলেই যুগপৎ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া ত্রাহি
 ত্রাহি করিতেছে এবং জলবিন্দু প্রদান করে সংসারে
 এরূপ লোক একটা নাই, শত শত পরিবারে
 মুহূর্ত্তেকের মধ্যে কত হতভাগিনী পুত্র কন্যা স্বামী
 প্রভৃতির বিরহে কাতর হইয়া মুচ্ছাপন্ন হইতেছে,
 সংসারে দূরে থাকুক এরূপ প্রতিবাসী নাই যে কেহ
 আসিয়া তাহার মুচ্ছা ভঙ্গ করে, যাঁহার স্বচক্ষে
 কোন মরক দর্শন করিয়াছেন, তাহারা যখন
 সেই সময়ের রোদন শনি, আত্মনাদ, রোগীদিগের
 ত্রাহি ত্রাহি প্রভৃতি কাতরোক্তির সঙ্গে দক্ষিণ
 সাবাজপুরের অবস্থার তুলনা করিবেন—তখন অনেকে
 কষ্টে উন্মাদ হইবেন, অনেকে সর্বস্ব প্রদান করিয়া
 ইহাদের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হই-
 বেন, অনেক রমণী কষ্টে অধীর হইয়া শরীর হইতে
 অলঙ্কার উন্মোচন করিতে উদ্যত হইবেন। কিন্তু
 ইহাদের অনেকে আপনাদের সর্বস্ব দিতে গিয়া
 দেখিবেন যে তাহাদের নিজের ঘরে অম নাই, রম-
 ণীরা শরীর দিকে দৃষ্টপাত করিয়া দেখিবেন তাহাদের
 শরীরে অলঙ্কার নাই। আমরা ইহা জানিতেছি, আমরা
 ইহাও জানিতেছি যে দক্ষিণ সাবাজপুরের কষ্টের কথা
 বর্ণনা করিয়া আমরা কেবল লোকের মনে বেদনা দিব,
 কেবল তাহাদের কষ্টের সাগরে তুফান উঠাইব। কিন্তু
 কি করি, দক্ষিণ সাবাজপুর বাসীদিগের উপর বিবাতা
 বিমুখ হইয়াছেন, গবর্নমেন্টে বিমুখ হইয়াছেন, দেশীয়
 লোক তিন তাহাদের উপায়ান্তর নাই। গবর্ন-
 মেন্টের বিবেচনার প্রজার প্রাণ রক্ষা অপেক্ষা দর-
 বারের আমোদ আচ্ছাদ ধুম ধাম করা অধিক প্রয়ো-
 জনীয় বোধ হইল। দরবারের কোন রূপ অঙ্গহানি হয়
 এই নিমিত্ত তাহারা প্রজার কষ্টেরদিকে দৃষ্টপাত করি-
 লেন না। দিল্লির দরবারে বাঙ্গলার ধন নষ্ট করতে
 পারিত না। ছোট দরবারে দেশের সর্বনাশ করিয়াছে
 এবং গবর্নমেন্টে ছোট দরবার উপলক্ষে যে চাঁদা
 উঠান সেগুলি যদি নষ্ট না করিয়া প্রজার প্রাণ রক্ষার
 নিমিত্ত দিতেন তাহা হইলে পূর্ব বাঙ্গলার এরূপ দুর্দশা
 হইত না, সমুদ্র না দিয়া যদি তাহার অর্ধেক প্রদান
 করিতেন বা তাহার চতুর্থাংশ প্রদান করিতেন তাহা
 হইলেও অনেক কষ্ট নিবারণ হইত, কিন্তু গবর্ন-
 মেন্টে কিছুই করিলেন না। পূর্ব বাঙ্গলা উচ্ছিন্ন
 গেল, যেরূপ বেগে সেখানে মৃত্যু মরিতেছে তাহাতে
 কিছু দিনের মধ্যে পূর্ব বাঙ্গলা জন শূন্য হইবে এবং দুই
 এক বৎসরের মধ্যে কিছু দিন পূর্বে যেখানে লক্ষ লক্ষ
 লোকের বসতি ছিল, যে দেশ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল,
 যে দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা বাঙ্গলার মহত্ৰ মহত্ৰ
 লোকের রক্ষা হইত, তাহা জঙ্গলে পরিণত হইবে।

তেছেন, ক্রমে যে উহা জন শূন্য হইতেছে
 দেখিতেছেন, এবং ইহা যে ক্রমে জঙ্গল পরিপূর্ণ
 তাহা বুঝিতেছেন কিন্তু তথাচ তাহাদের মনে কষ্ট
 উদয় হইতেছে না। স্বার্থের দ্বারাও তাহাদিগ
 উত্তেজনা করিতে পারিতেছেন। এদিকে পূর্ব বাঙ্গলার
 সকল আত্মনাদ, ও দিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইর কাত-
 রোক্তি, ইহার মধ্যে গবর্নমেন্টে কিরূপে স্থখে সন্তুষ্ট
 দিন কাটাইতেছেন তাহা আমরা জানি না। সে যাহা হইত
 পূর্ব বাঙ্গলা বাসীদিগের এরূপ শোচনীয় অবস্থা। এখন
 যদি আমরা তাহাদিগের প্রতি উদাসীন হই তাহা হইলে
 তাহাদের আর উপায় নাই। দক্ষিণ সাবাজপুরের কষ্ট
 নিবারণের নিমিত্ত কত টাকা আবশ্যক তাহা আমরা
 জানি না। বঙ্গবাসীদিগের অধিক টাকা দেওয়ার সম্ভব
 নাই কিন্তু তথাচ আমরা যদি যথা সাধ্য ইহাদের উপ-
 কারের যত্ন না করি তাহা হইলে হিন্দু জাতির কলঙ্ক
 হইবে। আমাদের যথা সাধ্য যত্ন করিয়া অন্ততঃ পূর্ব
 বঙ্গবাসীদিগকে জানান উচিত যে গবর্নমেন্টে তাহাদিগকে
 ত্যাগ করিয়াছেন, দেশীয় লোক তাহাদের নিমিত্ত
 যত্ন করিতেছে, পৃথিবীর লোককে জানান উচিত
 যে হিন্দু জাতির এখনও সম্পূর্ণ অধোগতি হয় নাই, রাজি
 পুরুষদিগকে জানান উচিত যে আমাদের দেশান্তরগ
 এখাও তিরোহিত হয় নাই।

তুর্কি ও ইউরোপ।

আমাদের বিশ্বাস যে পৃথিবীতে শান্তি খুঁজা
 যত দিন পূজনীয় থাকিবে, তত দিন যে যত মনুষ্য রক্ত
 দ্বারা পৃথিবী রঞ্জিত করিতে পারিবে সে তত শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 পরিগণিত হইবে, তত দিন মুসলমান জাতির অধোগতি
 হইবে না। যখন তুর্কির যুদ্ধ হইবার উপক্রম হয় তখন
 আমরা আশা করি যে মুসলমান জাতির ঐশ্বর্য হইবে
 এই এক সুযোগ হইল। যখন সাবিয়ার খৃষ্টানেরা তুর্কি
 সুলতান কর্তৃক পরাজিত হইল তখন আমাদের এ আ-
 বনবৎ হইয়া উঠিল এবং রুশ ও ইউরোপের অন্য
 প্রধান প্রধান রাজাদিগের সঙ্গে সুলতান যেরূপে
 সঙ্গ নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতেছেন ইহাতে
 সুলতান রূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে মুসলমা-
 ন জাতি সম্বন্ধে আমরা যথা আশা করিয়াছিলাম না।
 “খাউক প্রাণ রউক মান” পৃথিবীর মধ্যে বোধ
 এখন মুসলমানেরাই এ কথা বলিতে পারেন এ
 তুর্কির সুলতান কেবল এই তেজের প্রভাবে জ
 হইয়াছেন। তুর্কিতে যুদ্ধ হয় কি না তাহা অ
 জানি না কিন্তু প্রথম যুদ্ধে তুর্কি জয়ী হইয়া
 কশিয়া ধমক দিয়া তুর্কিকে অপদস্থ করিতে আই
 ফ্রাঙ্ক প্রশিয় যুদ্ধের পর কশেরা এই রূপ
 রক্ত বর্ন করিয়া অনেক কাজ সাধিয়া লন।
 রক্ত বর্ন চক্ষের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ই
 চির অমুগত মিত্র তুর্কিকে বিপদকালে পরিত্যাগ ক
 কিন্তু কশিয় এবার জানিয়া গিয়াছেন যে সক
 ইহাতে ভয় পায় না। সাবিয়ার যুদ্ধে তুর্কি আপন
 অত্র বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহারা যে
 কৌশল বুঝেন এবার তাহার পরিচয় প্রদান করি
 তুর্কিতে যুদ্ধ যদি না হয় তাহা হইলে আমা
 আনন্দের সমা থাকিবে না। তুর্কির যুদ্ধের ক
 উপায় ভারতবর্ষের অনেক সুখ শান্তি নির্ভর
 এখন আমরা কতক নিশ্চিত হইলাম।
 ছাড়াও আমাদের আর একটা আনন্দ
 তুর্কি মুসলমানেরা সাবিয়া ও অন্যান্য
 খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার করে, ইহার
 কণ ও অন্য জাতি তুর্কির উপর রক্ত
 ইউরোপে আশিয় জাতি আধিপ
 এই অভিমান হয় এবং এই অভিমা
 তুর্কিকে অপদস্থ করিয়া মুসলমা
 হইতে দূর করিবার যত্ন করেন।
 হইবে না। প্রত্যুত

অপদস্থ করিতে আসিয়া আপনি অপদস্থ
 ছেন। তুর্কির স্বতন্ত্র কণ ও অন্যান্য প্রধান
 মজাতির ওস্তবে কর্ণপাত করেন নাই। স্বতন্ত্র
 শর মধ্যে বাহাতে মুশাসন প্রচলিত হয় তাহা করি-
 বেন স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু সে বিষয়ে অপর কেহ
 সম্মত হইতে পারিবেন না। তিনি নিজেই তা-
 হার সমাধা করিবেন। কশিয়া প্রভৃতি জাতি অপমানিত
 হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইউরোপে
 এখন আর যুদ্ধের কোন কথাই নাই। তুর্কি এই
 সুযোগে দেশে মুশাসন প্রচলিত করিবার যত্ন করি-
 তেছেন। তিনি যদি সত্ত্বর এই রূপ মুশাসনের প্রবর্তনা
 করিতে পারেন তাহা হইলে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকা
 লেও কণ আর যুদ্ধের কথা মুখে আনিতে পারিবেন
 না। স্বতন্ত্র যদি এবিষয়ে কিছু ক্রটি করেন তাহা
 হইলেও কণ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবেন তাহা আমরা
 অস্বত্ব করিতে পারিতেছি না। তাহা হইলে ইউ-
 রোপে এত দিন যুদ্ধের বাদ্য বাজিয়া উঠিত। ক্রান্ত
 প্রাণ যুদ্ধের পর ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা
 পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় টলমল করিতেছে। কেহ
 লাহস করিয়া কোন গুরুতর কার্যে প্রবর্ত হইতে পারি-
 ছেন না। এখন তুর্কি সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য বলিয়া তর্ক
 হয় তখন ইহার পরিচয় আমরা পদে পদে প্রাপ্ত হই।
 বিসম্মত যে বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনিও পাঁচ বার পাঁচ রকম
 কথা বলেন। শেষে রাষ্ট্র হয় যে অস্তিত্ব তুর্কির পক্ষ
 সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু ইংলও এবার কি রকম করি-
 লেন? প্রথম স্বতন্ত্রকে ইহার উত্তেজনা করেন। ইং-
 রাজদিগের সাহায্য না পাইলে সার্বিয়ার গোলযোগ
 এত দিন নিষ্পত্তি হইত। মুসলমানেরা যদি সার্বিয়ার
 যুদ্ধে জয়ী না হইতেন তাহা হইলে হয় ত গর্ভ করিয়া
 "যাউক প্রাণ রউক মান" বলিতে পারিতেন না। ইং-
 রাজরা প্রথম মুসলমানদিগকে এই রূপ উত্তেজনা করিয়া
 গবে আবার রুশের সঙ্গে যোগ দিলেন। এ পর্যন্ত
 রাজেরা নিতান্ত মন্দ কাজ করিয়াছিলেন না। জাত-
 রই হউক আর অজাতসারাই হউক তাহাদের স্বার্থ
 ত মুসলমানে রুশের ক্ষতি হয়। প্রথম মুসলমানদিগকে
 উত্তেজনা না করিলে তাহাদের লাহস হইত না, আবার
 শাস্ত্র পরিভাগ না করিলে তাহারা পদ রক্ষার নিমিত্ত
 প্রাণ ও সর্বস্ব পণ করিতেন না। কিন্তু ইংরাজেরা শেষে
 একটা কাজ না করিলে এ সমুদয় কৌশলের
 শংসা লইতে পারিতেন। এখন তুর্কি রূপ প্রভৃতি
 হারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া বেঁকিয়া দাড়াইল তখন
 ইংরাজেরা ব্যস্ত হইয়া সকলকে বুঝাইবার যত্ন না
 তন যে তুর্কির কোন কার্যের মধ্যে তাহারা নহেন
 তুর্কি যে বল প্রকাশ করিতেছে সে তাহাদের
 সাহায্য পাওয়ার আশার নহে, ইংরাজেরা যদি এই রূপ
 করিয়া তুর্কির সঙ্গে কোন সংগ্রহ নাই ইহার প্রমাণ না
 হইতেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকলেই বিশ্বাস করিত যে
 ক যে জয়ী হইয়াছে সে কেবল ইংরাজদিগের বুদ্ধি ও
 শীশলে। কিন্তু তুর্কির ভাবভঙ্গ দেখিয়া ইংরাজদিগের
 স্ত হইল। তাহারা হয় ত মনে ভাবিলেন যে তুর্কি ত
 যার উচ্ছিন্ন গেল, কেন তাহার দোষে আমরা যারা
 হ। বাহা হউক সমুদয় বিবেচনা করিলে তুর্কির জয়ে
 রাজদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। যদিচ
 ইংরাজেরা আরও একটু অপদস্থ হইয়াছেন
 তুর্কি বাদীরা ইংরাজদিগকে হয় ত আর
 নকালেও বিশ্বাস করিবে না এবং ইউরোপের
 ইংলও একটা অস্বস্তি বন্ধ হারাইলেন, তখাচ
 কশেরাও অপদস্থ হইলেন। এখন হয়ত
 রা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে কণ
 যোগ্য না যে সমুদয় কার্য করিয়া লইয়াছেন
 মুসলমানদিগের ন্যায় তেজ দেখাইতেন
 ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারিত
 ত কণদিগের উপর ইংরাজদিগের
 তাহার অনেকটা মায়াব হইবে।

দুই এক জন কি রূপ গ্রহণ করিয়া যান যে
 কোন মতেই তিনি বাচিতে পারেন না। ঢাকার বাবু
 দীন নাথ সেন এই রূপ গ্রহণ করিয়া ধৃত হইয়া-
 ছেন। ইনি বদখি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন
 তদবধি তাহা অপেক্ষ অনেক গুণ অযোগ্য ব্যক্তি উচ্চ
 পদে আরুঢ় হইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রতি কর্তৃপক্ষীয়েরা
 প্রসন্ন হইলেন না। যদি এ রূপ হইত যে তিনি কর্তব্য
 কর্ম সম্পাদন করিয়া বশস্বী হন নাই অথবা তাহার
 উপরিস্তন কর্তারা তাহার উপর মস্তক হন নাই তাহা
 হইলেও আমরা তাহার প্রতি ব্যবহারের কতক কারণ
 বুঝতে পারিতাম। কিন্তু শুদ্ধ দীন বাবুর বন্ধুদিগের
 মতে তিনি বাঙ্গলার এক জন অসাধারণ লোক নহেন,
 শুদ্ধ ঢাকার সংবাদ পত্রেরা তাহাকে অদ্বিতীয়
 লোক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই, কর্তৃপক্ষীয়দিগের মতও
 এই রূপ। উদ্ভূ সাহেব জানিতেন যে দীন বাবুর ন্যায়
 দশকর্মী লোক বাঙ্গলার আর নাই। ক্রাক সাহেবের
 মতে বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতাতে তিনি ইউরোপে এক জন
 বড় লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। সার
 জর্জ ক্যাম্বেল তাহার যোগ্যতার নিমিত্ত তাহাকে
 ধন্যবাদ প্রদান করেন। সার রিচার্ড টেম্পল ইণ্ডিয়ান
 লীগের প্রস্ত বিত কালেজ কি প্রণালীতে করিতে
 হইবে ইহা সাব্যস্ত করে এ রূপ লোক আর না পাওয়া
 দীন বাবুকে এখানে লইয়া আইসেন। তাহার এত
 মুরবির, এত সুখ্যাতি, এত যোগ্যতা অথচ তিনি নিরাশ
 হইয়া গবর্নমেন্টের কর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই-
 তেছেন। তাহার প্রতি এ রূপ অবিচার হওয়াতে যদি
 কেবল শিক্ষা বিভাগের কলঙ্ক হইত তাহা হইলে
 আমরা ইহাতে দুঃখিত হইতাম না। রাজ কার্যে কলঙ্ক
 নাই এ রূপ রাজ্য দেখা যায় না কিন্তু ইহাতে আমাদের
 দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, বাদ্ধানি জাতি ক্ষতিগ্রস্ত
 হইতেছে। লোকে ধন মান মর্যাদা বহু পূর্বক উপার্জন
 করিতে পারে, ক্ষমতাও কতক আরত্যাগ। কিন্তু
 প্রতিভাশিত ব্যক্তি কেহ ইচ্ছা পূর্বক ক্ষতি-
 পারেন না। আমেরিকা অনেক প্রবীর সৃষ্টি করি-
 তেছেন, কিন্তু কালিদাস, সেকসপিয়ার, ছো-
 মার, গেলিগিও, কেপলার প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে
 পারিতেছেন না। দীন বাবু শিক্ষা বিভাগে
 যে কার্য করিতেছেন তাহা অনেকে পারিবেন কিন্তু
 তাহার প্রতিভা বলে শিক্ষা বিভাগের যে উপকার
 হইয়াছিল তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। আমা-
 দের আর একটা ক্ষতি হইবে। নৈরাশ্য লোকের সর্ব-
 নাশ করে। কে জানে নৈরাশ্য বা দীন বাবুর কি ক্ষতি
 করে। তিনি একটা কাপড়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন।
 আমরা শুনিয়াছি তিনি ইহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন।
 যদি প্রকৃত তিনি ইহাতে কৃতকার্য হইয়া থাকেন তাহা
 হইলে তাহার একটা কার্যে দেশের যত উপকার হইবে
 বোধ হয় শত বৎসরে লোকে যত্ন করিয়া কোন দেশের
 এত উপকার করিতে পারেন নাই। তাহার আশা
 ভঙ্গ না হইলে তিনি এই রূপ আর অনেক কার্য করিতে
 পারিতেন। আশা ভঙ্গ হইয়া তিনি যদি অকর্মণ্য হন
 তাহা হইলে আমরা এ সমুদয় হইতে বঞ্চিত হইব। যদি
 গবর্নমেন্ট নিরপেক্ষ হইতেন তাহা হইলে দীন নাথ সেন
 এ রূপ নিরাশ হইতেন না অথবা দেশীয় লোকের যদি
 কিছু হিতাচিত্ত জ্ঞান ও জীবনী শক্তি থাকিত তাহা
 হইলে নৈরাশ্য আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিত
 না। দেশের এই রূপ অবস্থা হওয়াতে দেশের সর্ব-
 নাশ হইল।

নিমিত্ত আহ্বান করি
 উপেক্ষা করিয়া কবির
 তাহাদিগকে উদ্ভাদ নি
 বলিয়া উপহাস করিত
 অনেক প্রতিঘাত আর
 সঙ্গে এখন দেশের ম
 চিকিৎসার সমাদর হই
 ৎনার পুনর্জীবন কতক ক
 কবিরাজ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত
 রমানাথ সেন যে তাহাদের
 অনেক পোষকতা করিয়াছে
 করিবেন না। কলিকাতায়
 বৈদ্যকে অনেকে চিকিৎসার
 বৈদ্যের উপর এখন অনেকে
 হইতেছে ও বৈদ্য শাস্ত্র মত চি
 দিন প্রাচুর্য হইতেছে তাহা
 ইহা দেখিয়া মফঃস্বল হইতে অ
 কলিকাতায় আগমন করিতেছেন
 একবার প্রকাশ করি যে মু
 গঙ্গাধর কবিরাজের এক জন
 আগমন করিয়াছেন। ইনি এ
 কের অনেক উৎকট রোগ আ
 মস্রাতি আর এক জন চিকিৎসক এ
 ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাঝা নামক
 গুরুচরণ কবিরাজকে বাঙ্গালার
 পূর্ব বাঙ্গলার লোকে বিশেষ রূপে জ
 বাঙ্গলার অনেক ধর্মস্বরি বলিয়া
 ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চিকিৎসা শাস্ত্র
 পারদর্শী হইয়া দরমাছাটার ৪৩।
 অবস্থিত করিতেছেন। গুরুচরণ ক
 অতি অপূর্ব। অনেকের বিশ্বাস যে
 রাজের তৈল প্রস্তুত সম্বন্ধে কি দৈব বল আ
 পুত্র যে সমুদয় তৈল ও ঔষধ চিকিৎসার
 হার করেন তাহা তাহার পিতার দ্বারা প্র
 আনেন। পুত্রের নাম দ্বারিকানাথ কবির
 কলিকাতায় মস্রাতি আসিয়াছেন। ইনি
 লোকের নিকট পরিচীত হইবার নিমিত্ত অ
 অল্প মূল্যে ঔষধ ও তৈল বিক্রয় করিতেছেন
 কিঞ্চিৎ দর্শনী লইয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

আমরা অতিশয় আনন্দ সহকারে এই পত্র খানি
 এখানে গ্রহণ করিলাম:—

“আমরা আত্মাদিতচিত্তে জ্ঞাপন করিতেছি যে,
 কয়েক মাস গত হইল সঙ্গীত-রসজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত
 শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর জর্মন সত্রাটের নিকটে তদীয়
 সঙ্গীত-গ্রন্থসমূহ উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তজ্জন্য উক্ত
 মহাশয় সত্রাট মহোদর তৎপরিবর্তে তাহাকে তদীয়
 প্রতিমূর্তি প্রত্যাপহার প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ প্র-
 তিমূর্তি-পট খানি অতি উৎকৃষ্ট। উহার গঠন ভিৎকার
 ও চতুঃপাশ্ব অতি উজ্জল সোণালীর ফেমে আচ্ছবর
 সেই ফে মখানিতে কাককার্ধোরও সর্বিশেষ নৈপুণ্য
 প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাহার শীর্ষদেশে জর্মনীয়
 রাজমুকুটের প্রাচুর্য সুশোভিত আছে। ফে ম
 নমত উক্ত প্রতিমূর্তি খানির আরতন দীর্ঘে সর্দি
 দ্বিহু ও প্রস্থে দ্বিহু পরিমিত। সত্রাট স্বয়ং সেই
 স্বীয় প্রতিমূর্তির নিম্নে নাম স্বাক্ষর করির ছেন। তিনি
 সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রাপ্তি ও প্রতিমূর্তি প্রেরণ সম্বন্ধে উক্ত
 ডাক্তার মহোদরকে তদীয় লওনস্থ এম্বা. সত্রাট কর্তৃক
 সেরূপ উচ্চতর ধরণে এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠাই-
 য়াছেন, তাহা বঙ্গবাসীমাত্রেয়ই বিশিষ্টরূপে গৌরবের
 পরিচয় স্থল। ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন হইতে বঙ্গদেশ
 এই রূপ গৌরবিত হওয়াতে, সকলেই তাহাকে সানন্দ
 ধন্যবাদ প্রদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত
 পত্র খানি নিম্নে অবিকল তাম্রলিপিত করিয়া পাঠ

ইংরাজেরা এখানে প্রথম আলিয়া সমুদয় বিষয়ে
 এ রূপ চটক দেখান যে হিন্দু আচার ব্যবহার রীতি নীতি
 ধর্ম বিশ্বাস সমুদয় এক রূপ উল্টাইয়া বাওয়ার উপক্রম
 হয়। এই বিলম্বের সঙ্গে হিন্দু সনাতন হইতে অনেক
 অপূর্ব বিষয় অন্তর্হিত হয়। এই সঙ্গে দেশীয় চিকিৎসা
 সার ও প্রণালি হয়। এদেশে কিছু কিছু কর্তব্য ব্যক্তি
 সর্বা